গৃহস্থালী কাজের মূল্যায়ন এবং
জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান

WBB Trust

HealthBridge

গৃহস্থালী কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে
জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান

বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন
দেবরা ইফর্ইমসন
বুদ্ধদেব বিশ্বাস
সাকিলা রুমা

সম্পাদনায়
সাইফুদ্দিন আহমেদ
দিপংকর গৌতম

গবেষণা সহযোগী সংগঠন

পালস্ তায়ামা, শহীদ নজরুল স্মৃতি সংঘ (এন এস এস), ইয়ং পাওয়ার ইন স্যোশাল এ্যাকশন (ইপসা), বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (বিআইসিডি), সিলেট যুব একাডেমী, চাঁদপুর কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট সংস্থা (সিসিডিএস), সার্ভিস অব হেল্পিং ইনল্যান্ড অব পুওর পিপল (শিপা), মালটি টাস্ক, সেভ দি কোস্টাল পিপল (স্কোপ), রুরাল এক্টিং এরেঞ্জমেন্ট সেন্টার (র‍্যাক), কাড়াপাড়া নারী কল্যাণ সংস্থা (কেএনকেএস)

সহযোগিতা
কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী (সিডা)

মুদ্রনে
আইম্যাক্স মিডিয়া লিমিটেড
প্রচ্ছদ
সৈয়দ সামছুল আলম তুহিন

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট - হেলথব্রিজ
ঢাকা, মে ২০০৮

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
সারসংক্ষেপ
ভূমিকা
প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা
উদ্দেশ্য
গবেষণা পদ্ধতি

ফলাফল
- নমুনা জরিপ-এর ফলাফল
- একান্ত সাক্ষাৎকারের ফলাফল
- কেস স্ট্যাডি: রেহানার ব্যস্ত দিন
- কেস স্ট্যাডি: একজন গ্রামীণ গৃহিণীর জীবন

বিশ্লেষণ
- বাজার দাম অনুযায়ী নারীর কাজের মূল্য হিসাব
- বাজার দাম অনুযায়ী নারীর কাজের মূল্য হিসাব: সহজ পদ্ধতি
- সরকারি বেতন অনুযায়ী নারীর কাজের মূল্য হিসাব

আলোচনা
উপসংহার ও সুপারিশ
গ্রন্থপঞ্জি

পরিশিষ্ট-১ দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি)
পরিশিষ্ট-২ নারীর নিয়মিত কাজের তালিকা
পরিশিষ্ট-৩ প্রশ্নপত্র

সারণী তালিকা

সারণী -১: বাংলাদেশের নারীরা গৃহিণী অথবা চাকুরীজীবি
সারণী -২: অংশগ্রহণকারীদের বয়স
সারণী -৩: অংশগ্রহণকারীদের আয়
সারণী -৪: অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা
সারণী -৫: অংশগ্রহণকারীদের পেশা
সারণী -৬: অংশগ্রহণকারী পরিবারের প্রধান
সারণী -৭: নারীর গৃহস্থালী কাজে সময় ব্যয়
সারণী -৮: পুরুষ কি নারীর গৃহস্থালী কাজে সহযোগিতা করে
সারণী -৯: নারীর কাজের গুরুত্ব
সারণী -১০: অংশগ্রহণকারীদের সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময়
সারণী -১১: অংশগ্রহণকারীদের রাতে ঘুমানোর সময়
সারণী -১২: নারীর অবসর সময়
সারণী -১৩: অংশগ্রহণকারীদের পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী'র আলোচনা
সারণী -১৪: গ্রামীণ নারীর কাজের আনুমানিক মূল্য
সারণী -১৫: শহরের নারীর কাজের আনুমানিক মূল্য
সারণী -১৬: মূল্য না দেয়া কাজের বিনিময়ে নারীর অবদান

চিত্র তালিকা

চিত্র -১: বাংলাদেশের নারীরা গৃহিণী অথবা চাকুরীজীবি
চিত্র -২: অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা
চিত্র -৩: গৃহস্থালী এবং বাইরের কাজের সাথে সম্পৃক্ততা
চিত্র -৪: নারীর গৃহস্থালী কাজে সময় ব্যয়
চিত্র -৫: পুরুষ কি নারীর গৃহস্থালী কাজে সহযোগিতা করে
চিত্র -৬: নারীর কাজের গুরুত্ব
চিত্র -৭: নারীর অবসর সময়
চিত্র -৮: অংশগ্রহণকারীদের পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী'র আলোচনা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

CIDA'র আর্থিক এবং HEALTHBRIDGE এর কারিগরী সহযোগিতায় এ গবেষণাটি সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাদের এ সহযোগিতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। সেই সাথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ গবেষণার জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করে সহযোগিতা করেছে বিভিন্ন সংগঠন। সংশ্লিষ্ট সংগঠন এবং মাঠপর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহকারীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়াও তথ্য, উপাত্ত দিয়ে বিভিন্নমুখী সহযোগিতার মাধ্যমে গবেষণাকে সফল করতে অন্যান্য যারা সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

মুখবন্ধ

অর্থনীতিতে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অবদান অপরিসীম। গৃহস্থালী কাজের মাধ্যমে নারীরা পারিবারিক ক্ষেত্রেতো বটেই, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রাখছে অপরিসীম অবদান। এরাই আমাদের মা, বোন এবং পরিবার গঠনের অন্যতম অবলম্বন।

গৃহস্থালী কাজের মাধ্যমে নারীরা পারিবারিক ক্ষেত্রের উন্নয়নসহ অন্যান্য দিকেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। নারীদের সকল কাজকেই অর্তমূল্যে পরিমাপ করা হয়ত যুক্তিসঙ্গত হবে না বা সম্ভব নয়। কিন্তু তাদের সম্মিলিত কাজের সমন্বিত রূপটিকে জানার এবং জানানোর একটা প্রচেষ্টা অবশ্যই করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত দারিদ্র উন্নয়ন কৌশল পত্রে নারীদের গৃহস্থালী শ্রমকে অর্থনৈতিকভাবে মূল্যায়নের কথা বলা হচ্ছে। বিষয়টি কিভাবে সম্ভব করা যেতে পারে তারও একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে সেখানে।

যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, দাতা সংস্থা, উন্নয়ন কর্মী, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি সকলের কাছে কিছু তথ্য ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে আমাদের দেশের নারীরা যদি তাদের প্রাপ্য অধিকারটুকু পায় তাহলে সক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টাটি বাঁধবে কে? গৃহস্থালী কাজে নারীদের ব্যপক অবদান জাতীয় অর্থনীতিতে এখনো গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থনীতিতে নারীর অবদান সম্পর্কে সঠিক সমাধানে পৌঁছাতে আরো বৃহত্তর পরিসরে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট মহলের নিকট এমন প্রয়োজন মনে হলে এ উদ্যোগ স্বার্থক ও সফল হবে।

সারসংক্ষেপ

নারীর কাজের আর্থিক মূল্যায়ন বিষয়ক গবেষণার প্রেক্ষাপট, তথ্য এবং গবেষণার ফলাফল এই প্রতিবেদনে যুক্ত করা হয়েছে। প্রতিদিনের অসংখ্য কাজের মধ্যে বিশেষ করে কৃষিকাজের কয়েকটি ধাপ এবং ঘর-গৃহস্থালীর প্রায় সব কাজ নারীরা সম্পন্ন করে। তবে এগুলোর বিনিময়ে তারা কোন অর্থ পায় না। এসব কাজের আনুমানিক মূল্য হিসাব করাই ছিল এই গবেষণার একটি মূল লক্ষ্য। আর নারীদের দৈনন্দিন জীবনের কাজ, কাজের গুরুত্ব এবং মূল্য সম্পর্কে জানার জন্য নারী-পুরুষ উভয়ের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

নারীদের দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে এই প্রতিবেদনে। যেমন- নারীরা প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৬ ঘন্টা কাজ করে। সংসারিক জীবনে অধিকাংশ নারীর কোন অবসর সময় নেই। তারা আয়মূলক বিভিন্ন কাজসহ গৃহস্থালীর অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। এমনকি যারা অন্যের বাসায় গৃহপরিচারিকার কাজ অথবা চাকরি করে তারাও নিজের জন্য রান্না করে। অর্থাৎ কর্মস্থল থেকে ফিরে নিজের ঘরের প্রায় সব কাজ সম্পন্ন করেন। সাধারণভাবে শিশুদের লেখাপড়া, স্কুলের কাজ (হোমওয়ার্ক), চিকিৎসা, খাবারসহ বেশিরভাগ দায়িত্ব নারীরাই পালন করেন। শহরের তুলনায় গ্রামের নারীরা বেশ কিছু ভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়। গ্রামীণ নারীদের কাজের ব্যাপ্তিও অনেক ক্ষেত্রে বেশি। গৃহস্থালীর সব কাজ নারীরা সম্পন্ন করার প্রশ্নে নারী-পুরুষ উভয়েই একমত তবে এসব কাজের গুরুত্ব এবং সঠিক মূল্য সম্পর্কে তাদের বিশেষ কোন ধারণা বা চিন্তা নেই। এমনকি এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, গৃহিণীরা বিনামূল্যে যেসব গৃহস্থালী কাজ করে সেগুলোর আনুমানিক মূল্য প্রতি বছরে ৭০ থেকে ৯১ বিলিয়ন ডলার।

ভূমিকা

আমাদের পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে নারী-পুরুষকে কেন্দ্র করে। যে কোন সুখী সুন্দর পরিবার তৈরিতেও নারী-পুরুষ উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। তবে সময়ের সাথে সাথে জীবনের অধিকাংশ বিষয়কে অর্থ মূল্যে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নগদ অর্থ উপার্জনের সঙ্গে যুক্তদেরকে পরিবারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। আর আমাদের দেশের পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে অধিকাংশ পুরুষরা ঘরের বাইরে (অফিস, কারখানা ইত্যাদি) এবং নারীরা গৃহস্থালী সামলানোর কাজ করবে এই বিষয়টি বহু দিনের চর্চার ফলে অনেকটা স্বীকৃত হয়ে গেছে।

আমাদের অধিকাংশ নারী কেবলমাত্র 'গৃহিনী' হিসাবে গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত হওয়ায় একদিকে নারীদের নির্ভরশীল হতে হয় পরিবারের উপার্জনক্ষম পুরুষ সদস্য বাবা, স্বামী বা পুত্র সন্তানের আয়ের উপর। অন্যদিকে কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনর্মূলক কর্মকান্ডকে প্রাধান্য দেয়ায় গৃহিনীদের গৃহস্থালী শ্রমকে গুরুত্বহীন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আবার চাকুরীজীবি নারীকেও গৃহস্থালীর বেশির ভাগ কাজ সম্পন্ন করতে হয়। অর্থাৎ চাকুরীজীবি বা গৃহিণী সব নারীকেই গৃহস্থালীর কাজে সময় ও শ্রম দিতে হয়। কিন্তু এই দ্বিগুন শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন হয় না।

গৃহস্থালীর সব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অনেক নারী পারিবারের উৎপাদনমূলক বিভিন্ন কাজেও নিয়োজিত থাকেন (পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনা, উঠানের পাশে সবজি চাষ, হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি)। শিশুর লালন-পালন, রান্না-বান্না, বয়স্ক, অসুস্থদের দেখাশোনা মোটকথা একটি পরিবারকে একজন নারী খুবই দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে। এসব কাজের মাধ্যমেই যুগ যুগ ধরে টিকে রয়েছে আমাদের পরিবার বা সামাজিক অবকাঠামো। তবে এসব কাজের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক বা নগদ অর্থ দেয়া হয় না বলে এগুলোকে মূল্যহীন বা অদৃশ্য কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়। নারীর গৃহস্থালী কাজকে অদৃশ্য গণনার সাথে সাথে নারীকেও মূল্যহীন ধরে নেয়া হয়। সামাজিক বা পারিবারিকভাবে নানান নির্যাতন-বৈষম্যের শিকার হয় নারী।

এই গবেষণায় নারীদের গৃহস্থালী কাজের ব্যাপকতা ও ধরন আলোচনার পাশাপাশি এর মূল্যায়ন রূপপেখা কি হতে পারে তা বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আর আমাদের পরিবার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য নারীর এই শ্রমকে অবদান হিসেবে বিবেচনা করা খুবই দরকার। তাদের এসব কাজের গুরুত্ব পারিবারিক-সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয়ভাবেই শিকার করে নিয়ে সঠিক মূল্যায়ন হওয়া অত্যন্ত জরুরি। একই সাথে গৃহস্থালী কাজের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী কি ধরনের অবদান রাখছেন এবং এগুলো কিভাবে মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদানের একটি রূপরেখা এই গবেষণা প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে ।

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

জাতীয় অর্থনৈতিক হিসাব[১] অনুযায়ী সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ পদ্ধতি বা নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। এই নীতিমালা অনুযায়ী জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি পরিমাপের একটি ব্যাপক ভিত্তিক পরিচিত পদ্ধতি হলো জিডিপি হিসাব করা। বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ দেশের জিডিপি গণনার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে জাতিসংঘ প্রদত্ত জাতীয় হিসাব পদ্ধতি (United Nation System of National Accounts বা UNSNA) অনুসরণ করা হয়। এক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা[২] লক্ষ্য করা গেলেও সাধারণভাবে এগুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। আর এই হিসাবের ক্ষেত্রে সতর্ক বা অসতর্ক যেভাবেই হোক না কেন নারীদের শ্রমের আর্থিক অবদান যথাযথভাবে গণনা করা হয় না। ফলে প্রচলিত জিডিপি হিসাবের পদ্ধতিতে নারী-পুরুষের বৈষম্য এবং পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

UNSNA-এর নির্দেশনা অনুযায়ী নারীরা কারখানা, খামার বা অফিসে যখন নগদ অর্থের বিনিময়ে কাজ করে শুধুমাত্র তখনই তাদের শ্রমকে জিডিপি'র অন্তর্ভূক্ত করা হয়। আর নগদ অর্থ বা পারিশ্রমিক ছাড়া নারীর কোন শ্রমকেই জিডিপি'র অন্তর্ভূক্ত করা হয় না। ১৯৫৩ সালের UNSNA প্রদত্ত সংজ্ঞা "অনুসারে বিনিময় হোক বা না হোক সকল প্রাথমিক উৎপাদন জিডিপি হিসাবের অন্তর্ভূক্ত" (Marilyn Waring-1998)। একজন পুরুষ যদি তার প্রধান পেশা হিসাবে সবজি উৎপাদন করে এবং পরিবারের সবজির চাহিদা মেটায় তাহলেও তার ওই উৎপাদিত সবজিকে জাতীয় সম্পদের অন্তর্ভূক্ত করা হবে। কিন্তু একই কাজ কোন নারী করলে তা জাতীয় সম্পদের অন্তর্ভূক্ত করা হয় না। বিষয়টিকে অর্থনীতিবিদ Marilyn Waring ব্যাখা করতে গিয়ে বলেন, UNSNA এর প্রবর্তকগণ মনে করেছেন যে, "Primary production

---

[1] This section draws heavily on Marilyn Waring's book *If Women Counted*. All references are to her book unless otherwise noted.

[2] There are actually *several* problems with calculations of GDP, such as the fact that it also ignores the environment and natural resources, and since it is measured per capita, does not distinguish between countries with fairly equal divisions of income and those with strong disparities. Amartya Sen (as cited in Farmer 2005) has repeatedly pointed out to his fellow economists that income is a means to an end, not an end in itself, and it is livelihood, not income, that should be of paramount importance. This paper, however, focuses on women's issues, rather than on a broader critique of GDP.

and the consumption of their produce by non-primary producers is of little or no importance" অর্থাৎ পরিবারের প্রধান ছাড়া অন্যান্যদের কাজ খুবই ছোট বা গুরুত্বহীন। আর প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থায় নারীদের কাজগুলোই এই কোটায় বিবেচনা করা হয়।

সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির বহুদিন পার হলেও অধিকাংশ নারীর প্রাথমিক কাজ কি তা সুনির্দিষ্ট করে বলা বেশ কঠিন। সন্তান লালন-পালন, ঘর-গৃহস্থালী দেখাশোনা, কৃষি ক্ষেতে কাজ করা, স্বামীকে অন্যান্য আয়মূলক কাজে সহযোগিতা করা প্রভৃতির মধ্যে কোনটা প্রাথমিক তা নির্দিষ্ট করতে পারে না। কারণ অধিকাংশ নারী এসব কাজ প্রায় সমান গুরুত্বের সাথে করে। সুতরাং এগুলোর প্রতিটি কাজই তাদের প্রাথমিক কাজ হিসেবে বলা যায়। এমনকি একজন নারী নবজাতকের মায়ের দায়িত্ব পালনকালে এত বেশি কাজ করেন যে, এগুলোর মধ্যে থেকে যে কোন একটিকে তার প্রধান বা প্রাথমিক কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা অসম্ভব। অন্যদিকে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রধান বা প্রাথমিক কাজের হিসাব করা হয়। ফলে নারীদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান খুব সহজেই এই হিসাবের বাইরে থেকে যায়। আবার গৃহস্থালী কাজ কোন নারীর প্রাথমিক কাজ হলে UNSNA এর নীতি অনুযায়ী ধরে নেয়া হয় জাতীয় অর্থনীতিতে সে (নারী) কোন অবদানই রাখছে না।

অধিকাংশ কৃষি কাজই UNSNA-এর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। যেমন- পানি সংগ্রহ, আগাছা পরিস্কার করা, জ্বালানী সংগ্রহ, জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় শস্য উৎপাদন এবং গৃহস্থালী কাজ। এক্ষেত্রে UNSNA-এ থেকে গৃহস্থালীর কাজকে বাদ দেয়ার যে যুক্তি দেখানো হয়েছে তা হলো, গৃহবধূ বা গৃহিণীদের গৃহস্থালী কাজের কোন অর্থনৈতিক অবদান নেই। যদিও গৃহিণীরা খাদ্য প্রস্তুত, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবারের সদস্যদের দেখাশোনা, জামা-কাপড় তৈরি ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, গৃহস্থালী ব্যবস্থাপনা এবং পরিবারের হিসাব নির্বাহের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করেন।

> "It is likely that our failure to assign a price for the services of the homemaker has tended to convey the impression that they are valueless rather than priceless."
>
> -Economists Marianne Ferber and Bonnie Birnbaum (Waring 1998)

এ প্রসঙ্গে কিছু সহজ প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেই পরিবারে গৃহস্থালী কাজের গুরুত্ব অনুভব করা যায়। যেমন- পরিস্কার জামা কাপড় ছাড়া অথবা নিয়মিত সকালে নাস্তা না খেয়ে কি কর্মক্ষেত্রে যেতে পারবেন? পরিবারের সন্তানদের সুশিক্ষিত করা ছাড়া কোন সমাজ কখনোই কি সমৃদ্ধশালী হতে পারবে? বৃদ্ধ ও অসুস্থ্যদের সেবা করার ক্ষেত্রে কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? সন্দেহাতীতভাবে পরিবারের এসব কাজের জন্য নারীদের ভূমিকা বা অবদান সবচেয়ে বেশি। তাহলে এসব কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থ না পাওয়ায় এগুলো মূল্যহীন হবে?
নারীর প্রতি বৈষম্যের চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখা যায়, কোন পুরুষ নেশা জাতীয় দ্রব্য বিক্রি বা চোরাচালানী অথবা অবৈধ অর্থ আয় করছে অথচ এইসব কাজকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসাবে গণনার পাশাপাশি জিডিপি'র অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ Waring বলেন, বর্তমানে অর্থনৈতিক হিসাবের যে পদ্ধতি রয়েছে, সেখানে মাদক ব্যবসায়ী, পতিতালয়ের দালাল, অস্ত্র ব্যবসায়ী প্রত্যেকেই জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। অপরদিকে নারী সন্তান লালন-পালন করছে বা বয়স্কদের দেখাশোনা করছে, এক কথায় নিজের পরিবারের মধ্যে যত দায়িত্ব পালন করছে, সেগুলোর কোন অর্থনৈতিক মূল্য নেই।

এক্ষেত্রে আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, মাদক ব্যবসা বা পতিতালয়ের দালালীর মত অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর কাজকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে কেমন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলছি। এগুলোর একটি সুদূর প্রসারী ফলাফল রয়েছে। তবে এর প্রাথমিক ফলাফল হচ্ছে পরিবারের বাড়তি চাপ মেটাতে অর্থ উপার্জন এবং পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণের উদ্দেশ্যে পেশা নির্ধারন করছে। অন্যদিকে শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনমূলক কর্মকান্ডকে প্রাধান্য দিয়ে পরিবারের অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলোকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। ফলে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বেশ কিছু সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তবে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে কেবলমাত্র নগদ অর্থ উপার্জনমূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি গৃহস্থালীর কাজকে সমান গুরুত্ব[৩] প্রদান করা হলে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ব্যবস্থা আরও উন্নত হতো।

ভূমি নিয়ন্ত্রনের বিষয়টির দিকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি। এক্ষেত্রে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার (এফএও) সংজ্ঞা অনুযায়ী যার ভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ আছে এবং বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহার বা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তিনি ভূমির মালিক বা হোল্ডার। দেশের মধ্যে পরিচালিত আদমশুমারীতে পরিবারের প্রধান হিসেবে যাকে গণনা করা হয় তাকেই ভূমির মালিক হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ বিশ্ব খাদ্য সংস্থার মতে, "জমিতে যিনি শ্রম দেয় বা সরাসরি উৎপাদনের

[3] See, for example, Heymann and Beem (2005). While the book is about the US, many of the issues addressed are universal. Farmer (2005) refers to the global obsession with generation of wealth rather than with meeting one's basic needs (that is, ensuring human rights for all) as "structural violence", and graphically shows the way such biases generate unbelievable suffering for the poor around the world.

সাথে সম্পৃক্ত থাকে তিনি জমির মালিক নয় বরং কোন প্রকার কায়িক শ্রম না দিয়ে যিনি শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত বা নির্দেশনা দেয় এমনকি জমির কাছেও যান না তিনিই মালিক বা হোল্ডার।"

"For example, if the wife of the head of the household omits to weed the maize on a piece of land for which she appears to be taking operational responsibility, the head may instruct her to do so. In such a case it is the head of the household who is the holder" (Waring 1998).

UNSNA এর নির্দেশনা অনুযায়ী জিডিপি হিসাবের ক্ষেত্রে মূলত পুরুষদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ফলে নারীদের অধিকাংশ কাজই বাদ পড়ে যাচ্ছে। আর এভাবেই নারীরা জাতীয় সম্পদের হিসাব থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে। যদিও ১৯৯৩ সালে UNSNA-এর পরিবর্তন করা হয়েছে তবে এখনও পর্যন্ত নারীদের কাজ বাদ রয়েছে। (Waring-2003)

বাংলাদেশও এই নেতিবাচক প্রভাবমুক্ত নয়। ১৯৬১ সালে পরিচালিত আদমশুমারীতে নারীর কাজকে উৎপাদনমূলক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড (Productive Economic Activity) হিসাবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ১৯৭৪ সালের আদমশুমারীতে এটি পুরোপুরি বদলে গেছে। নারীর সব কাজকে 'গৃহিণী' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের পিছনের কারণ এমন নয় যে, বাংলাদেশের সব নারী পেশা পরিবর্তন করেছেন বরং বিষয়টিকে গভীরভাবে বিবেচনায় না নিয়েই সংজ্ঞায়নের পরিবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশে শস্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাজগুলোকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে গণ্য করা হয় না। যদিও এ জাতীয় পার্থক্য করার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই। অথচ এসব বিষয় নিয়ে কখনও কোন আলোচনা ওঠে না।

এই গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেখা যায়, পুরুষের কাছে গৃহস্থালীতে নারীরা কি কাজ করে জানতে চাইলে খুব ছোট উত্তর পাওয়া গেছে, "তারা রান্না করে আর কাঁথা সেলাই করে"। একই প্রশ্নের উত্তরে নারীরা উপরোক্ত কাজের সাথে হাঁস-মুরগী পালন, সবজি বাগান করা, ধান ভানার (ধান থেকে চাউল তৈরি করা) মতো আরো অনেক দায়িত্ব পালন করেন বলে জানান। নারী-পুরুষের মনোভাবের এই পার্থক্য থেকে অনুমান করা যায় যে, শুমারীতে পুরুষদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করায় নারীর কাজের সঠিক মূল্য চিহ্নিত হয়নি। (Waring-১৯৯৮)

বাংলাদেশ হোম ওয়ার্কার্স উইমেন এ্যাসোসিয়েশন (বিএইচডাব্লিউএ) এর এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, গৃহপরিচারক বা গৃহপরিচারিকার কাজে নিয়োজিতরা প্রতিবছর জিডিপিতে প্রায় ১৫০ বিলিয়ন টাকা (ইউএস ডলার ২.৫৯ বিলিয়ন[4]) পরিমাণ অবদান রাখছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই অবদান সরকারি পরিসংখ্যানে প্রতিফলিত হচ্ছে না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান ছিল ৪৬২.৩৭ বিলিয়ন টাকা (৭.৯৯ বিলিয়ন ডলার)। এর মধ্যে বৃহত্তর শিল্পের অবদান ছিল ৩২৫.৫৮ বিলিয়ন টাকা (৫.৬২ বিলিয়ন ডলার) এবং ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান ছিল ১৩৬.৮০ বিলিয়ন টাকা (২.৩৬ বিলিয়ন ডলার)। এই পরিসংখ্যান থেকে সহজেই প্রমাণিত হয় যে, গৃহ কাজে নিয়োজিত মানুষের অবদান, ক্ষুদ্র শিল্পের তুলনায় অনেক বেশি। (ইসলাম ২০০৬)

কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, নিউজিল্যান্ড এবং আরো বেশ কয়েকটি দেশে কিছু বিশিষ্টব্যক্তি, সমাজ উন্নয়নকর্মী এবং অন্যান্যরা[5] নারীর পারিশ্রমিকবিহীন কর্মকান্ডের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবদানের বিষয়টি প্রথমে সামনে নিয়ে আসেন। এর ফলে পরবর্তীতে গবেষকগণ উক্ত বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। বিশেষ করে গৃহস্থালীর পারিশ্রমিকবিহীন কাজের পরিমাপ ও মূল্য নির্ধারণের জন্য অনুসন্ধান করেছেন। বিষয়টি সম্পর্কে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাও (আইএলও) আগ্রহ দেখিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রেও নারীর গৃহস্থালী কাজের মূল্যায়ন এবং চাপ কমিয়ে আনতে পদক্ষেপ গ্রহনের কথা বলা হয়েছে। (পরিশিষ্ট-১)। কিন্তু এটি বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ এখনো পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়নি। UNPAC (United Nations Platform for Action Committee Manitoba) এর এক তথ্য অনুযায়ী, পারিশ্রমিকবিহীন কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিতে নারীদের অবদান প্রায় ১১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশেও এ বিষয়ে কিছু গবেষণামূলক কাজ হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে শামীম হামিদ তার গবেষণা প্রতিবেদন WHY WOMEN COUNT (১৯৯৬)-এর কথা বলা যেতে পারে। তিনি তার গবেষণায় দেখান যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রত্যেক নারী তার পারিশ্রমিকবিহীন

---

[4] Using an approximate exchange rate for 2002-03 of 57.90 taka to the US$ (fluctuations in the exchange rate make accuracy difficult).

[5] See, for example, Gender & Work Data Base (http://www.genderwork.ca) and Mothers are Women (http://www.mothersarewomen.com); Waring is herself an economist and former Member of Parliament in New Zealand.

কর্মকান্ডের মাধ্যমে বার্ষিক গড়ে ৪৭৬৫ টাকা (১৩৩.১৪ ডলার[৬]) পরিমাণ অবদান রাখছেন। যার মধ্যে শতকরা ৩ ভাগ নিজের প্রয়োজন মেটানোর মত যথেষ্ট এবং বাকী ৯৫% আসে গৃহস্থালী কাজ থেকে। অন্যদিকে এক্ষেত্রে পুরুষদের অবদান ২১৯ টাকা (৬.১২ ডলার) যার ২৯% নিজের প্রয়োজন মেটানোর মত যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদন এবং ৭১% আসে গৃহস্থালী কাজ থেকে। তিনি সমগ্র দেশের হিসাব করে দেখান যে, নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য করা কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রায় ১৮৮ বিলিয়ন টাকার কাজ সমগ্র দেশে হচ্ছে যার মধ্যে ৯৫% নারীদের অবদান বাকী ৫% কাজ পুরুষের। এর কোন অংশই জাতীয় পরিসংখ্যানের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে না। তার গবেষণা থেকে আরো দেখা গেছে যে, ১৯৮৯/৯০ সালে বাংলাদেশের জিডিপির পরিমাণ হিসাব করা হয়েছিল ৬৩৮ বিলিয়ন টাকা (১৭.৮৩ বিলিয়ন ডলার)। কিন্তু পারিশ্রমিকবিহীন কর্মকান্ড হিসাব করা হলে জিডিপি ২৯% বেড়ে এর পরিমাণ হতো ৮২৫ বিলিয়ন টাকা (২৩.০৫ বিলিয়ন ডলার)।

শামীম হামিদ তার ওই গবেষণায় একইভাবে হিসাব করে দেখান যে, যদি জাতীয় আয়ের সাথে নারীদের অন্যান্য কাজের সঙ্গে পারিশ্রমিকবিহীন কর্মকান্ডের অবদান যোগ করা হয় তাহলে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীদের অবদান ২৫% থেকে বৃদ্ধি পাবে ৪১% পর্যন্ত। আর পুরুষদের অবদান ৭৫% থেকে দাঁড়ায় ৫৯%।

তিনি তার গবেষণায় অন্য যে সকল বিষয় উল্লেখযোগ্যভাবে দেখানো হয়, তাহলো-

- গতানুগতিকভাবে (Conventional) নারীদের উৎপাদনের ৪৭% এবং পুরুষের উৎপাদনের ৯৮% জিডিপি হিসাবের অন্তর্ভূক্ত করা হয়।
- UNSNA কর্তৃক দেয়া চলমান সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রায় ৯৫% বাজার বহির্ভূত (যেসব উৎপাদন বাজারে কেনাবেচা করা হয় না) উৎপাদন বাদ পড়ে যাচ্ছে।
- গ্রামে কাজের জন্য যে সময় ব্যয় করা হয় সেখানে নারীদের অবদান ৫৩% আর পুরুষদের অবদান ৪৭%।
- বাজার বর্হিভূত (non-market) যে সব কর্মকান্ড সংঘটিত বা গণনা করা হয় সেখানে নারীর অবদান ৮৯% আর পুরুষের অবদান ১১%।

স্যালারি ডট কম নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ম্যাসাচুসেটস, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক) তাদের একটি গবেষণায় দেখান যে, মায়েরা পারিশ্রমিকবিহীন যে সকল কাজ করেন সেগুলোকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সম্পন্ন করতে হলে প্রত্যেক মাকে গড়ে বাৎসরিক ১,৩৪,১২১ (এক লাখ চৌত্রিশ হাজার একশত একুশ) ডলারের সমপরিমাণ বেতন দিতে হতো। এটি যুক্তরাষ্ট্রের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিক বা একজন বিচারকের বাৎসরিক আয়ের সমান। চাকুরীর পাশাপাশি নারীরা গৃহস্থালী কাজের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৮৫,৮৭৬ ডলারের (বাৎসরিক) সমপরিমাণ কাজ করেন। গৃহস্থালীর প্রধান দশটি কাজ যেগুলো সাধারণত নারীরা করেন সেগুলোকে অর্থের বিনিময়ে সম্পন্ন করতে হলে কত খরচ হয় এমন একটা পদ্ধতির মাধ্যমে উক্ত হিসাবটি করা হয়েছে। এ গবেষণায় যে বিষয়টি আরো উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা গেছে তাহলো, কর্মজীবী/ চাকুরীজীবি মায়েরা তাদের চাকুরীর জন্য সপ্তাহে গড়ে ৪৪ ঘন্টা এবং গৃহস্থালী কাজের সময় ৪৯.৮ ঘন্টা। তবে একজন গৃহে অবস্থানরত বা গৃহস্থালীতে পূর্ণসময় কর্মরত একজন মা সপ্তাহে প্রায় ৯১.৬ ঘন্টা কাজ করেন।[৭]

বাংলাদেশের পরিসংখ্যান কর্মগ্রন্থ-২০০৪ অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১২৩.৮৫ মিলিয়ন যার মধ্যে নারী ৫৯.৯ মিলিয়ন এবং পুরুষ ৬৩.৯ মিলিয়ন। সরকারি এ হিসাব অনুযায়ী জনসংখ্যার ৫৩.২ মিলিয়ন লোক সরাসরি পূর্ণসময় গৃহস্থালী কাজের সাথে যুক্তদের মধ্যে ০.৯ মিলিয়ন পুরুষ এবং ৪৩.৩ মিলিয়ন নারী (টেবিল-১)। একই পরিসংখ্যান অনুযায়ী যে ৯.৮ মিলিয়ন নারী বিভিন্ন পেশায় জড়িত তারাও গৃহস্থালী কাজে দিনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করে থাকেন।

সারণী -১: বাংলাদেশের নারীরা গৃহিণী অথবা চাকুরীজীবি

কাজের ধরন	নারী (মিলিয়ন)	পুরুষ (মিলিয়ন)
শহরের গৃহিণী/ গৃহস্থালী কাজ	২৪.৫	০.৫
গ্রারের গৃহিণী/ গৃহস্থালী কাজ	১৮.৮	০.৪
মোট গৃহিণী/ গৃহস্থালী কাজ	**৪৩.৩**	**০.৯**
শহরের চাকুরীজীবি	২.৫	৮.২
গ্রামের চাকুরীজীবি	৭.৩	২৬.৩
মোট চাকুরীজীবি	**৯.৮**	**৩৪.৫**

তথ্য : বিবিএস ২০০৫

চিত্র -১: বাংলাদেশের নারীরা গৃহিণী অথবা চাকুরীজীবি

[6] [6] Using an approximate exchange rate at the time of 35.79 taka to the US$.

[7] www.salary.com

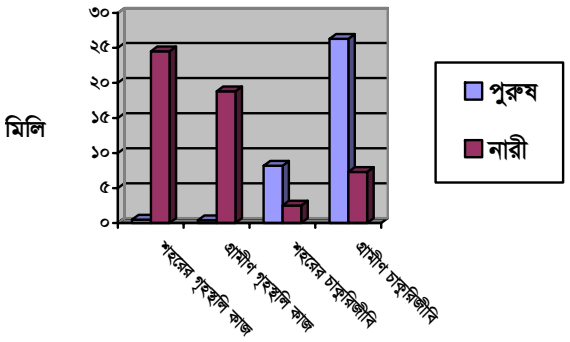

গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় এদেশের অর্থনীতিতে নারীরা যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে, সে সংক্রান্ত তথ্যগত শুন্যতা পূরণ করা এবং ভবিষ্যতে এর সঠিক মূল্যায়নের লক্ষ্যে এ্যাডভোকেসি করার পাশাপাশি তথ্য সংগ্রহ করাও ছিল এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। নারীরা পারিশ্রমিকবিহীন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিতে রাখছে সে বিষয়টি সম্পর্কে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি নীতি নির্ধারকদের বিবেচনায় নিয়ে আসা গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

এর পাশাপাশি যেসব বিষয় এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল তা হলো, নারীরা প্রতিদিন কি পরিমাণ কাজ করে, এসব কাজের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক মূল্য কত হতে পারে, কত সময় এর জন্য ব্যয় করে, নারীরা পারিশ্রমিকবিহীন কাজের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কি ভূমিকা রাখছে তা নির্ণয় করা। গবেষকগণ মনে করেন এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের মাধ্যমে অর্থনীতিতে নারীর অবদানকে বোঝার ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি সচেতনতা তৈরিতে কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হবে। পাশাপাশি এটি নারীদের আত্ম-মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কিন্তু নারীদের পারিশ্রমিকবিহীন কাজের আর্থিক মূল্য বোঝার প্রয়োজনীয়তা কি?

মূল আলোকপাত

ক) এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, সাধারণভাবে পুরুষরা যখন চিন্তা বা ধারণা করে যে পরিবারে নারীদের কোন গুরুত্বপূর্ণ অবদান বা ভূমিকা নেই। নারীদের ভরণ-পোষণের জন্য যে খরচের বিনিময়ে প্রতিদান পাচ্ছে না। এধরনের চিন্তা থেকে পুরুষরা নারীদের উপর নির্যাতন করে থাকে। সুতরাং নারীরা কোন অবদান রাখছে না এই ধারণা থেকে সমাজে বা পরিবারে নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

খ) রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশের সম্পদ জিডিপি বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হিসাবের ক্ষেত্রে নারীর অবদানকে যথাযথভাবে গণনা করা হয় না। ফলশ্রুতিতে পরবর্তী সময়ে সরকার জাতীয় বাজেট প্রণয়নের সময় উন্নয়ন বরাদ্দের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য যে বরাদ্দ দেয় সেটাকে শুধুমাত্র খরচ বা ব্যয় অথবা অলাভজনক খাত হিসাবে মনে করে। অন্যদিকে পুরুষ যে কোন ক্ষুদ্র কাজ করলেও তার অর্থনৈতিক হিসাব করা হয় কিন্তু নারীদের গৃহস্থালীসহ অনেক কাজের সঠিক মূল্যায়ন করা হয় না। তারপরও নারীর এই কাজ জাতীয় উন্নয়নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অর্থাৎ নারী রাষ্ট্রের জন্য তাদের এসব কাজের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভর্তুকি দিয়ে যাচ্ছে।

গ) নারীদের সকল কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করা হলে তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। একই সাথে নারীরা কাজের পরিমাণ অনুযায়ী মূল্য বুঝতে পারলে কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়বে এবং আত্মতৃপ্তি নিয়ে কাজ করবে।

ঘ) সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীর গৃহস্থালীর কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করা হলে পুরুষরা নারীদের মূল্য এবং গুরুত্ব বুঝতে পারবে এবং নারীদের প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল হবে। এরফলে সুখী, শ্রদ্ধাপূর্ণ, নির্যাতন-সহিংসতামুক্ত পরিবার গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

গবেষণা পদ্ধতি

একান্ত সাক্ষাৎকার ও নমুনা জরিপের ভিত্তিতে গবেষণার প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা ও বয়সের সমান সংখ্যক বিবাহিত নারী ও পুরুষকে গবেষণার জন্য নমুনা হিসাবে নির্বাচন করা হয়। একান্ত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ৫৫ জন নারী ও ৫৫ জন পুরুষ এবং নমূনা জরিপে ৩১৫ জন নারী ও ৩১৫ জন পুরুষের নিকট থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দেশের ১০টি এলাকার ১১টি সংগঠনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাঠকর্মীরা গবেষণার প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। এদের মধ্যে গবেষণার জন্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছে শহারাঞ্চলে পাঁচটি এবং গ্রামাঞ্চলে ছয়টি সংগঠন। গ্রামীণ ও শহুরে পরিবেশে এবং এলাকাভেদে পার্থক্যমূলক চিত্র তুলে ধরার জন্য এ দশটি এলাকাকে নির্বাচিত করা হয়।

নির্বাচিত এলাকাগুলো থেকে ১০-২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ এর মধ্যে একযোগে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত উপাত্তগুলো যাচাই বাছাই ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিবেদনে যুক্ত করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণের জন্য SPSS-12 সফ্টওয়্যার ব্যবহার করা হয়।

সীমাবদ্ধতা

যে চিন্তা এবং সমস্যা ভিত্তি করে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে সে অনুযায়ী এটি অনেক ব্যাপক ও সময় সাপেক্ষ হওয়া উচিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এমন গভীর একটি বিষয় নিয়ে আরো বড় পরিসরে গবেষণা হওয়া উচিত। কিন্তু এই গবেষণাটি চাহিদা অনুযায়ী ব্যাপক পরিসরে বিস্তৃত করা সম্ভব হয়নি।

গবেষণার জন্য একই সময়ে দেশের একাধিক এলাকা থেকে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে ফলে কেন্দ্র থেকে গবেষকগণ সরাসরি সব গবেষণা এলাকা পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি।

নারীদের বেশ কিছু কাজকে কোনক্রমেই যেমন অর্থমূল্যে মূল্যায়ন করা যায় না তেমনি এগুলোর অর্থমূল্য নির্ধারণ করাও উচিত নয়। যেমন- সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা, আদর, পরিবারের সদস্যদের প্রতি তার মমত্ববোধ ইত্যাদি। বর্তমান গবেষণায়ও নারীদের কাজের অর্থমূল্য হিসাবের ক্ষেত্রে এধরনের স্পর্শকাতর বিষয়গুলো অর্থের মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করা হয়নি।

ফলাফল

জরিপের ফলাফল

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের পারিবারিক তথ্য থেকে দেখা যায় যে, অধিকাংশ পরিবার ১-৫ সদস্য বিশিষ্ট অর্থাৎ একক পরিবারের সংখ্যা সর্বাধিক। প্রতিটি একক পরিবারে যৌথ পরিবারের তুলনায় নারীদের কাজের চাপ বেশি থাকে। কারণ যৌথ পরিবারে একে অন্যের কাজে সহযোগিতা করে ফলে কাজের চাপ অনেকটা কমে যায়। যেসব পরিবার গৃহপরিচারিকা রাখতে পারে না সেসব পরিবারের নারীরা শত কষ্ট সত্ত্বেও বেশি কাজের বোঝা বহন করে।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সবাই পরস্পর স্বামী-স্ত্রী নয়। তবে নারী-পুরুষের বয়সের মধ্যে একটি ব্যবধান স্পষ্ট করা গেছে। কারণ বাংলাদেশের নারীদের প্রচলিত ধারায় পুরুষদের তুলনায় কম বয়সে বিয়ে হওয়ার বিষয়টি এই গবেষণা থেকেই পাওয়া গেছে। অংশগ্রহণকারী নারীদের সর্বাধিক সংখ্যকের ১৭% বয়স ২৬-৩৫ বছরের মধ্যে, অন্যদিকে পুরুষদের ৪০% বয়স ৩৬-৪৫ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ প্রায় ১০ বছরের ব্যবধান পাওয়া গেছে।

সারণী -২: অংশগ্রহণকারীদের বয়স

বয়স	নারী		পুরুষ	
	গণ সংখ্যা	%	গণ সংখ্যা	%
১৬-২৫	৮৩	২৬.৫%	১১	৩.৫%
২৬-৩৫	১৪৭	৪৬.৭%	১০৯	৩৪.৬%
৩৬-৪৫	৬৯	২১.৯%	১২৬	৪০.০%
৪৬-৫৫	১৫	৪.৮%	৫০	১৫.৯%
৫৬-৭৫	১	০.৩%	১৯	৬.০%
মোট	৩১৫	১০০%	৩১৫	১০০%

আমাদের দেশের অধিকাংশ নারীরা সামাজিকভাবেই কেবলমাত্র গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত থাকে। সারণী ৩ থেকে দেখা যায় নারীদের অধিকাংশের (৭৭%) মাসিক আয় মাত্র ০-৫০০ টাকার (০-৭.১৪ ডলার[৮]) মধ্যে। যেখানে পুরুষদের অধিকাংশের (২৮%) মাসিক আয় ৩০০০-৫০০০ টাকার (৪২.৭৬-৭১.৪৩ ডলার) মধ্যে। উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষণীয় ২৫০০০ টাকা (৩৫৭.১৪ ডলার) আয় করে এমন পুরুষ উত্তরদাতা পাওয়া গেলেও ১৫০০০ টাকার (২১৪.২৯ ডলার) উপরে আয় করেন এমন নারী উত্তরদাতা পাওয়া যায়নি (সারণী-৩)। কিছু আর্থ-সামাজিক বিষয় (উচ্চ শিক্ষার অভাব, পেশাগত দক্ষতা লাভের স্বল্প সুযোগ) নারীদের উচ্চ আয়মূলক কর্মকান্ডে যোগদানের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে।

সারণী -৩: অংশগ্রহণকারীদের আয়

	নারী		পুরুষ	
শ্রেণী	**গণ সংখ্যা**	**%**	**গণ সংখ্যা**	**%**
০-৫০০	২৪৩	৭৭.১%	১০	৩.২%
৫০০-১,০০০	২৩	৭.৩%	৬	১.৯%
১,০০০-১,৫০০	১১	৩.৫%	১০	৩.২%
১,৫০০-২,০০০	৫	১.৬%	৩৯	১২.৪%

[8] Based on an approximate exchange rate at the time of the research of 70 Bangladesh taka to the US$.

২,০০০-২,৫০০	২	০.৬%	২১	৬.৭%
২,৫০০-৩,০০০	৭	২.২%	৫৮	১৮.৪%
৩,০০০-৫,০০০	১৩	৪.১%	৮৭	২৭.৬%
৫,০০০-৭,০০০	৬	১.৯%	২৭	৮.৬%
৭,০০০-৯,০০০	২	০.৬%	২৮	৮.৯%
৯,০০০-১১,০০০	১	০.৩%	১০	৩.২%
১১,০০০-১৩,০০০	১	০.৩%	৪	১.৩%
১৩,০০০-১৫,০০০	১	০.৩%	৫	১.৬%
১৫,০০০-২০,০০০	০	০.০%	৭	২.২%
২০,০০০-২৫,০০০	০	০.০%	৩	১.০%
মোট	৩১৫	১০০%	৩১৫	১০০%

গবেষণায় দেখা যায়, নিরক্ষরতার হার নারীদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে বেশি। সারণী-৪ থেকে দেখা যায়, প্রাথমিক স্কুলে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি যায়। ১৪.৩ ভাগ পুরুষ এবং ৭.৩ ভাগ নারী নিরক্ষর। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও নারীদের অংশগ্রহণের হার বেশি কিন্তু ১১তম ক্লাসের পরে পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ কমে যায়। ৭৮.৬% নারীর মধ্যে ৫৫.৬% জন নারী ১০ম ক্লাস শেষ করে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা শেষ করে ১৮.১% নারী এবং ৩০.২% পুরুষ।

সারণী -৪: অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষা	নারী		পুরুষ	
	গণ সংখ্যা	%	গণ সংখ্যা	%
নিরক্ষর	২৩	৭.৩	৪৫	১৪.৩
১ম - ১০ম শ্রেণী	২৩৫	৭৮.৬	১৭৫	৫৫.৬
১১তম স্নাতকোত্তর	৫৭	১৮.১	৯৫	৩০.২
মোট	৩১৫	১০০	৩১৫	১০০

চিত্র -২: অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

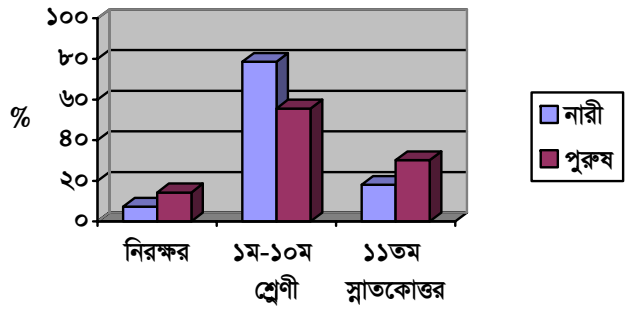

শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অন্যান্যদের মধ্যে ছাত্রীরাই ঝরে পড়ে আগে। আর এই গবেষণায় দেখা গেছে ছাত্রীদের অকালে ঝরে পড়ার জন্য দায়ী হচ্ছে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ। মেয়েরা ভবিষ্যতে পরিবারের আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে না এমন ধারণা এখনও পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে। তাদের লেখাপড়া করানো হয় কেবলমাত্র ভাল পাত্রস্থ করা বা বিয়ে দেয়ার জন্য। অনেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুলে পড়াকালীন সময়ে পরিবারের পক্ষ থেকে বিয়ে দেয়া হয়। এসব ক্ষেত্রে প্রচলিত কিছু খোঁড়া যুক্তি বা চিন্তা থেকে এখনও আমাদের দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে পরিবার থেকে মেয়েদের জন্য অর্থ বিনিয়োগকে শুধুমাত্র ব্যয় হিসেবে চিন্তা করা হয়। অন্যদিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একাডেমিক শিক্ষায় উচ্চ ডিগ্রিধারী হলেও দক্ষতা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে যোগ দেয়ার সুযোগ পায় না। সামাজিক বা পারিবারিক চাপে পড়ে গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত হয়। আর গৃহস্থালী কাজের সাথে যুক্ত নারীদেরকে সামাজিকভাবে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া বা অনগ্রসর হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

অপরদিকে পুরুষদের মধ্যে নিরক্ষতার উচ্চহারের পিছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। এগুলোর অন্যতম হচ্ছে ছেলেদেরকে শিশু বয়স থেকেই পরিবারের অর্থ উপার্জনের কাজে নিয়োজিত করা হয়। বেশিরভাগ অভিভাবক একাডেমিক শিক্ষার তুলনায় নগদ অর্থ আয়কে তাৎক্ষনিকভাবে লাভজনক হিসাবে বিচার করে। এরমধ্যে যেসব ছেলেশিশুরা অকালে স্কুল থেকে ঝরে না যায় তাদের জন্য আবার পরিবারের পক্ষ থেকে সাধ্যমত অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। কেননা

একাডেমিক শিক্ষা শেষ করে ওই ছেলেরা পরিবারের আর্থিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এরকম চিন্তা বা ধারণাও প্রচলিত রয়েছে।

নিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে অধিকাংশ নারীরা কর্মক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ে যেতে পারছে না। তাছাড়া পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নারীদেরকে বিভিন্নভাবে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে। নারীদের যে কোন চ্যালেঞ্জিং (শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রতিযোগিতা) কাজে যোগদানের ক্ষেত্রে অধিকাংশ পরিবারের পক্ষ থেকে আগ্রহ প্রকাশ করে না। ফলে পরিবারই তাদের দৈনন্দিন কাজের গন্ডিতে পরিণত হয়। সারণী- ৫ থেকে দেখা যায়, বৃহৎসংখ্যক (৮১%) নারী যেখানে সরাসরি গৃহস্থালীর কাজে যুক্ত সেখানে অতি অল্পসংখ্যক (১.৩%) পুরুষ কর্মহীন। যেখানে ১০% শতাংশ নারী চাকুরীর সাথে যুক্ত সেখানে পুরুষের ক্ষেত্রে চাকুরীর হার হচ্ছে ২২%। পুরুষদের বাকী অংশ ব্যবসা (২৪%), রিক্সাভ্যান চালক (৯%) এবং কৃষি কাজ (৮%) ইত্যাদি পেশার সাথে জড়িত।

সারণী -৫: অংশগ্রহণকারীদের পেশা

পেশা	নারী		পুরুষ	
	গণ সংখ্যা	%	গণ সংখ্যা	%
গৃহস্থালী কাজ	২৫৫	৮১.০	৪	১.৩
চাকুরী	৩২	১০.২	৭০	২২.২
অন্যান্য	১৩	৮.৮	২৪১	৭৬.৫
মোট	৩১৫	১০০	৩১৫	১০০

চিত্র -৩: গৃহস্থালী এবং বাইরের কাজের সাথে সম্পৃক্ততা

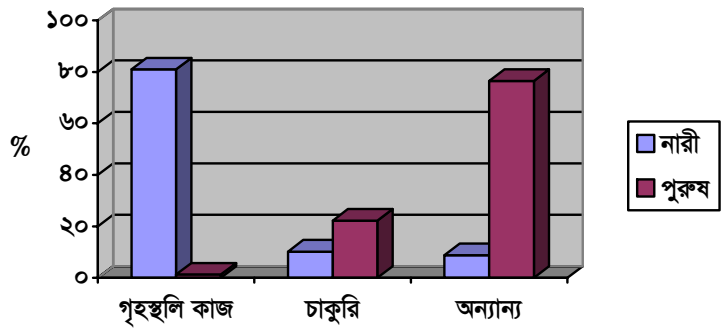

পরিবারের ক্ষমতা কাঠামোতে পুরুষদের আধিক্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জনকারী পুরুষ সদস্যরাই পরিবারের প্রধান। সারণী-৬ থেকে দেখা যায়, নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে (৯৩%) তাদের স্বামীদের এবং পুরুষরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে (৯৫%) নিজেদেরকে বাড়ির প্রধান হিসাবে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো নারী চাকুরীজীবি বা পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী হলেও স্বামীকেই পরিবারের প্রধান হিসেবে বলে থাকে। আর যেসব নারী নিজেদের পরিবারের প্রধান বলে উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে বিধবা (২.৯%), স্বামী পরিত্যাক্তা (০.৬%) এবং তালাকপ্রাপ্ত (০.৩%)।

সারণী -৬: অংশগ্রহণকারী পরিবারের প্রধান

পরিবারের প্রধান	নারী		পুরুষ	
	গণ সংখ্যা	%	গণ সংখ্যা	%
নিজে	১২	৩.৮%	২৯৮	৯৪.৬%
স্বামী/স্ত্রী	২৯২	৯২.৭%	৫	১.৬%
অন্যান্য	১১	৩.৫%	১২	৩.৮%
মোট	**৩১৫**	**১০০%**	**৩১৫**	**১০০%**

নারীরা প্রতিদিন দীর্ঘসময় কাজ করে। সারণী-৭ থেকে দেখা যায় যে, অধিকাংশ নারী (৫৪%) এবং পুরুষ (৫৭%) এর মতে নারীরা সারাদিনে গড়ে ১৬-২০ ঘন্টা কাজ করে। আর ঘুমানোর

সময় পায় গড়ে ৬ ঘন্টা। এরমধ্যে এক ঘন্টা বিভিন্ন ব্যক্তিগত কাজ যেমন- গোসল, প্রার্থনা ইত্যাদির জন্য ব্যয় করেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত নারীরা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকে। (পরিশিষ্ট-২)

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, পূর্ণসময় গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত নারীর সংখ্যা ৪৩.৩ মিলিয়ন। এরা গড়ে প্রায় ১৬ ঘন্টা সময় কাজ করে। অর্থাৎ সমগ্র দেশের সব নারীরা গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত একত্রে ৬৯২.৮ মিলিয়ন ঘন্টা সমপরিমাণ কাজ করছেন প্রতিদিন। চাকুরীজীবি নারীরা চাকুরীর পাশাপাশি যদি গড়ে প্রতিদিন ৮ ঘন্টা করেও গৃহস্থালী কাজে ব্যয় করেন তাহলে তারা প্রায় ৭৮.৪ মিলিয়ন ঘন্টার সমপরিমাণ কাজ করেন। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে চাকুরীজীবি এবং পূর্ণসময় গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত নারীরা প্রতিদিন ৭৭১.২ মিলিয়ন ঘন্টা সমপরিমাণ কাজ করেন। (বিবিএস-২০০৫)

সারণী -৭: নারীর গৃহস্থালী কাজে সময় ব্যয়

সময়/ঘন্টা	নারী		পুরুষ	
	গণ সংখ্যা	%	গণ সংখ্যা	%
১-১০	৪১	১৩.০%	৫২	১৬.৫%
১১-১৫	৯২	২৯.২%	৭৫	২৩.৮%
১৬-২০	১৭১	৫৪.৩%	১৮০	৫৭.১%
মতামত নেই	১১	৩.৫%	৮	২.৫%
মোট	৩১৫	১০০%	৩১৫	১০০%

চিত্র -৪: নারীর গৃহস্থালী কাজে সময় ব্যয়

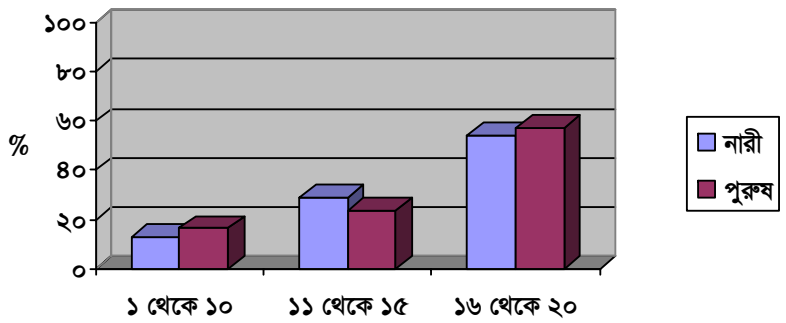

সাধারণভাবে অধিকাংশ নারীরা একই সময়ে একাধিক কাজ সম্পন্ন করে থাকে। যেমন- শিশুকে দেখাশুনার পাশাপাশি রান্না করা আবার একই সাথে রোগী বা বৃদ্ধদের পরিচর্যা করা অথবা অপর শিশুকে লেখাপড়া করানো ইত্যাদি। এই দ্বৈত সময়কে একত্রে হিসাব করলে নারীদের সারাদিনের কাজের পরিমাণ অনেকাংশে বেড়ে যাবে। গ্রাম-শহরের প্রেক্ষাপটে বা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পার্থক্যের সাথে নারীদের কাজের অল্প কিছু পার্থক্য ছাড়া বড় কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। তুলনামূলকভাবে শহরের তুলনায় গ্রামের নারীদের কিছু বেশি কাজ করতে হয়।

গবেষণা তথ্য অনুযায়ী, নারীদের গৃহস্থালী কাজ সম্পন্নের ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়ের মতামতের মধ্যে বেশ মিল রয়েছে। অর্থাৎ গৃহস্থালী কাজের জন্য নারীরা যে সময় ব্যয় করছে বা নারীরা যেসব কাজ সম্পন্ন করছে তা পুরুষরা জানে। তবে এই সকল কাজকে নারীদের কাজ হিসেবে তারা মনে করে। কিন্তু সবচে দুঃখজনক হলো এত কাজ করার পরও কোন ছাত্র-ছাত্রী বা যে কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'তোমার মা কি করেন? উত্তর আসে কিছু করেন না। এমন মতামত সামাজিকভাবেও স্বীকৃত।

সারণী-৮ থেকে দেখা যায় যে, অর্ধেকের বেশি নারী (৫৪%) এবং অধিকাংশ পুরুষ (৫৮%) মতামত দিয়েছেন যে, পুরুষরা গৃহস্থালী কাজে নারীদেরকে সহায়তা করে। অন্যদিকে ৪৪.৮% শতাংশ নারী এবং ৪১.৬% পুরুষ মতামত দিয়েছেন যে তারা নারীদেরকে গৃহস্থালীর কাজে কোন ধরনের সহায়তা করেন না।

সারণী -৮: পুরুষ কি নারীর গৃহস্থালী কাজে সহযোগিতা করে

সহায়তা	নারী		পুরুষ	
	গণ সংখ্যা	%	গণ সংখ্যা	%
হ্যাঁ	১৭০	৫৪.০%	১৮৪	৫৮.৪%
না	১৪১	৪৪.৮%	১৩১	৪১.৬%
প্রযোজ্য নয়	৪	১.৩%	০	০%
মোট	৩১৫	১০০%	৩১৫	১০০%

চিত্র -৫: পুরুষ কি নারীর গৃহস্থালী কাজে সহযোগিতা করে

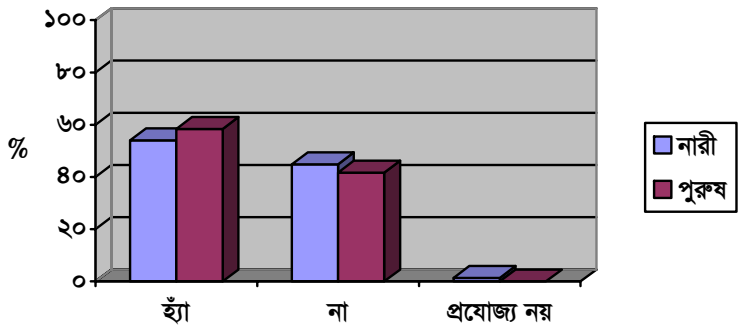

নারীদের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করা না হলেও নারীদের কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে চাইলে অধিকাংশ উত্তরদাতাই ইতিবাচক মতামত প্রদান করেন। সারণী-৯ থেকে দেখা যায়, অধিকাংশ নারী (৮২.৯%) এবং পুরুষ (৮৪.৪%) মতামত প্রদান করেছেন যে, নারীদের কাজ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে লক্ষনীয় বিষয় হলো- নারীদের তুলনায় বেশি সংখ্যক পুরুষরাই নারীদের কাজকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মতামত প্রদান করেছেন। তবে এখানে পুরুষদের কাছ থেকে এই ইতিবাচক মতামত পাওয়ার পিছনেও একটি কারণ রয়েছে। গবেষণাকারীরা উপাত্ত সংগ্রহের সময় যখন সরাসরি নারীদের কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে চায় তখন নেতিবাচক উত্তর বেশি আসে। কিন্তু উপাত্ত সংগ্রহকারী একটু বিশ্লেষণ করে প্রশ্ন করেন যেমন- রান্না, শিশুকে দেখাশুনা, রোগীর পরিচর্যা, শিশুর লেখাপড়া, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি কাজ কে সম্পন্ন করে এবং এই সম্পন্নকারীর কাজের গুরুত্ব জানতে চাইলে তারা অধিকাংশ ইতিবাচক জবাব দেয়।

সারণী -৯: নারীর কাজের গুরুত্ব

নারীদের কাজ গুরুত্বপূর্ণ	নারী		পুরুষ	
	গণ সংখ্যা	%	গণ সংখ্যা	%
হ্যাঁ	২৬১	৮২.৯%	২৬৬	৮৪.৪%
না	৫৪	১৯.১%	৪৯	১৫.৬%
মোট	৩১৫	১০০%	৩১৫	১০০%

চিত্র -৬: নারীর কাজের গুরুত্ব

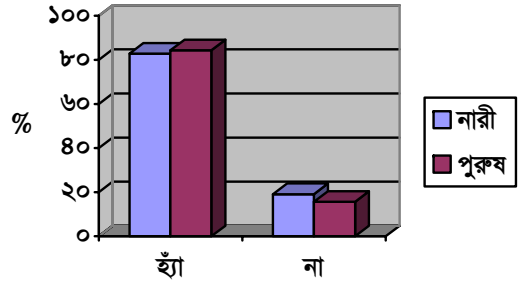

একান্ত সাক্ষাৎকার

একান্ত সাক্ষাৎকারে নারীরা তাদের অবসর সময়টুকুকে কিভাবে কাজে লাগান বা এই সময়ে কি করেন, তার কোন মূল্য আছে কিনা এবং এ জাতীয় আরো বিশেষ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন (পরিশিষ্ট-১)। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত কিছু তথ্য অবশ্য সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে করেও উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রত্যেক নারীকে প্রতিদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হয়। সারণী-১০ থেকে দেখা যায়, অধিকাংশ নারী (৭৪.৬%) প্রতিদিন সকালে সাড়ে ৪টা থেকে সাড়ে ৬ টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠেন।

সারণী -১০: অংশগ্রহণকারীদের সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময়

সময়	গণ সংখ্যা	%
৩:৩১-৪:৩০	৪	৭.৩
৪:৩১-৫:৩০	২২	৪০.০
৫:৩১-৬:৩০	১৯	৩৪.৬
৬:৩১-৭:৩০	৫	৯.১
৭:৩১-৮:৩০	২	৩.৬
৮:৩১-৯:৩০	৩	৫.৫
মোট	**৫৫**	**১০০**

পাশাপাশি সারণী-১১ অনুসারে দেখা যায়, অধিকাংশ (৬১%) নারী রাত ৯-১১ যার মধ্যে ঘুমাতে যান। অন্যদিকে কিছু সংখ্যক (১৩%) নারী মতামত প্রদান করেন, তারা ১১-১২ টার মধ্যে রাতে ঘুমান। আবার ৭% রয়েছেন যারা রাত ১২টা থেকে ১টার মধ্যে ঘুমান।

সারণী -১১: অংশগ্রহণকারীদের রাতে ঘুমানোর সময়

সময়	গণ সংখ্যা	%
৯:০১-১০:০০	১৭	৩০.৯
১০:০১-১১:০০	১৭	৩০.৯
১১:০১-১২:০০	৭	১২.৭
১২:০১-১:০০	১০	১৮.১
১:০১-২:০০	৪	৭.৩
মোট	**৫৫**	**১০০**

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে পরিবারের কেনাকাটা অথবা হাট-বাজার সংশ্লিষ্ট কাজগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষরা করে থাকে। তবে নারীরা বাড়ির আঙিনায় অথবা বাড়ির আশপাশে শাক-সবজি উৎপাদন করেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে বাড়ির আশপাশে জায়গা থেকে বিভিন্ন ধরনের বুনো শাক সংগ্রহ করেন। কিন্তু শহরে কাঁচাবাজার করা সংক্রান্ত কাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবারের নারীরা সম্পন্ন করে থাকেন। শহরে নির্দিষ্ট বাজার থেকে আবার কখনও কখনও বাসার সামনের ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কিনে থাকেন। কেনাকাটার সময় পরিবারের সদস্যদের পছন্দের খাদ্য তালিকাকে প্রাধান্য দেয় অধিকাংশ নারী। একই সাথে খাদ্যের গুণাগুণ যাচাই বাছাই, শিশু ও অসুস্থ্যদের জন্য বিশেষ খাদ্য তালিকা ঠিক রেখে দরকষাকষির বিষয়েও ভুল করেনা তারা।

রান্নার কাজটি বরাবরই করতে হয় নারীদের। গ্রাম শহর উভয় জায়গায় দিনে সাধারণত রান্না হয় দুইবার। রান্নার সাথে এর প্রস্তুতির বিষয়টিও জড়িত রয়েছে। শহরে সকাল ও দুপুরে এবং গ্রামে সকাল ও সন্ধ্যায় রান্না হয়ে থাকে। শহর এলাকায় অধিকাংশ বাসায় রাতে শুধুমাত্র ভাত রান্না করা হয় এবং দুপুরের রান্না করা তরকারি গরম করে পরিবেশন করা হয়। গ্রাম এলাকায় সকালের খাবার দুপুরে পরিবেশন করা হয়। পরিবারের সদস্যদের জন্য বিকালে নাস্তা তৈরি ও পরিবেশন করে থাকেন অনেকে। দিনে তিন বারের খাবার তৈরির জন্য প্রায় ছয় ঘন্টা করে সময় ব্যয় হয়। সন্তানসহ পরিবারের সকলের খাওয়া-দাওয়াসহ অন্যান্য পছন্দের বিষয়টিও মাকে তার হিসাবের মধ্যে রাখতে হয়। সকলের পছন্দের বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই তাকে রান্না করতে হয়। গৃহিণী একজন সুদক্ষ ব্যবস্থাপকের কাজ করেন। তার বিচক্ষন পরিচালনায় পরিচালিত হয় একটি পরিবার।

কেস স্ট্যাডি-১

রেহেনার ব্যস্ত দিন

ঝিগাতলার বাসিন্দা রেহেনা বেগম (৩৫) (ছদ্মনাম) একজন গৃহিণী। বিএ পাস রেহানা নগদ অর্থ আয় করেন না। তার দিনের কাজ শুরু হয় ভোর ৬টা থেকে আর রাতে ঘুমাতে প্রায় ১২.৩০ টা থেকে ১ টা বাজে। এই প্রায় ১৮-১৯ ঘন্টার মধ্যে পরিবারের দৈনন্দিন অনেক কাজই শেষ করেন তিনি। প্রতিদিন যেসব কাজ করতে পারেন না সেগুলো রাখেন পরবর্তী দিনের জন্য। সকাল ৬-৮ পর্যন্ত খুবই ব্যস্ত সময় পার করেন তিনি। সকালের নাস্তা তৈরির পাশাপাশি ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে হাত-মুখ ধুইয়ে স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে (জুতা, জামা-কাপড় পরানো) নাস্তা খাইয়ে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসেন। এর মধ্যে স্বামীর জন্য নাস্তা তৈরি করে রাখেন। ছেলেকে স্কুলে রেখে এসে স্বামীকে নাস্তা দেন। স্বামী অফিসে যাবার সময় তার (স্বামীর) অফিসে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র এবং দুপুরের খাবারও সাথে গুছিয়ে দেন।

রেহানার ভাষায় "সে (স্বামী) অফিসে বের হয়ে যাবার পর নিজে নাস্তা সেরে দুপুরের রান্নার আয়োজন করি।" কাঁচাবাজার ছেলের বাবাই করেন বলে তিনি জানালেন। তবে বাসার কাছের ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে তিনি প্রায়ই সব্জি কেনেন। ইতোমধ্যে বুয়া চলে আসে। তাকে কাজের নির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি ঘর গুছিয়ে (বিছানা তোলা, কাপড় চোপড় গুছিয়ে রাখা) ফেলেন।

সকাল সাড়ে ১১ টায় ছেলেকে স্কুল থেকে আনতে বাড়ী থেকে বের হন। এসময় বুয়া (গৃহপরিচারিকা) তার জন্য নির্ধারিত কাজগুলো সেরে দুপুরের রান্নার প্রস্তুতিতে (মাছ কাটা, শাক-সবজি কোটা-বাছা ইত্যাদি) সহায়তা করে। ছেলেকে বাসায় এনে গোসল ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এরপর ছেলের স্কুলের হোমওয়ার্ক করানোর পাশাপাশি দুপুর ও রাতের রান্না শেষ করেন। দুপুরে সবাইকে খাবার পরিবেশন করেন। গোসল করে নামাজ পড়ে নিজেও খান। নিজের খাওয়া শেষে খাবার টেবিল গুছিয়ে রেখে ছেলেকে ঘুম পাড়ান। এসময় মাঝে মধ্যে তিনি নিজেও ঘুমান অথবা বাসার অবশিষ্ট কাজ (কাপড় আয়রন, সেলাই ইত্যাদি) শেষ করেন।

বিকালে স্বামী ফিরে আসলে সবাইকে বিকালের নাস্তা পরিবেশন করেন। সন্ধ্যায় রাতের জন্য শুধু ভাত রান্না করেন। পাশপাশি ছেলেকে পড়ান। মাঝে মাঝে এ সময় কিছু সেলাইয়ের কাজ করেন। কাপড় বেশিরভাগ সময় বুয়া কাঁচেন এবং অধিকাংশ কাপড় আয়রন করান লন্ড্রির দোকান থেকে তবে তিনি নিজেও মাঝে মাঝে কাপড় আয়রন করেন।

বাসায় বর্তমানে বয়স্ক কেউ নেই। কিছুদিন পূর্বে শ্বাশুড়ি বাসায় ছিলেন অসুস্থ (পক্ষাঘাতগ্রস্থ) অবস্থায়। এসময় নার্সকে প্রতিদিন ৫০০ টাকা দিতে হতো। গত তিন মাস পূর্বে একজন অসুস্থ আত্মীয় এসেছিলেন চিকিৎসার জন্য। তাকে দেখাশোনার কাজও রেহানা করেছেন।

অতিথি আপ্যায়নের কাজ তিনি নিজেই করেন। মাঝে মধ্যে কেনাকাটা করতে যান। বাচ্চার স্কুলের বেতন, বিদ্যুত, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য বিল পরিশোধের কাজ তিনিই করেন বলে জানালেন। স্বামীর তদারকি, সন্তানের যত্ন নেয়া এগুলোতো করতেই হয়। মেয়েদের কাজের কোন অবসর নেই। অবসর কাটাতে গেলে ওই কাজ জমা হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি জানালেন "বাচ্চাকে পড়াতে গেলেই সময় শেষ।" তবে সময় পেলে ঘুমাই অথবা কিছু সেলাই করি। এক সময় পড়াশোনার অভ্যাস থাকলেও বর্তমানে তা আর হয়ে ওঠেনা।

তার ভাষায়, সংসারের সব কাজেরই আর্থিক মূল্য আছে। তবে অবশ্যই সবকিছুর মূল্য নির্ধারণ করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি করাও ঠিক হবে না (যেমন- সন্তানের যত্ন নেয়া, স্বামী বা পরিবারের সদস্যদের তদারকি করা)। কিন্তু আমি যত কাজ করি এগুলোর জন্য স্বামীর স্বীকারোক্তির চেয়ে বড় কিছু নেই।

"মনের মত কাজ হয় না, কইয়া কইয়া কাজ করাইতে হয়।" গৃহপরিচারিকাদের কাজ সম্পর্কে একজন অংশগ্রহণকারির মন্তব্য ছিল এমনই। বেশ কিছু বাসায় (**৪২.৮৬%**)* গৃহিণীদের কাজে সহায়তা করার জন্য গৃহপরিচারিকা আছে। তারা কিছু নির্দ্দিষ্ট কাজ করার মাধ্যমে নারীদের কাজে সহায়তা করেন। যেমন বাসন মাজা (থালা-বাটি পরিস্কার করা), ঘর ঝাড়ু দেওয়া, ঘর মোছা, জামা-কাপড় পরিস্কার করা, সপ্তাহে একদিন মশলা বাটা, রান্নার প্রস্তুতিতে সহায়তা করা ইত্যাদি। বিনিময়ে তারা কাজ প্রতি ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত দাবী করে থাকেন। তবে গৃহপরিচারিকার কাজে অধিকাংশ গৃহিণী সন্তুষ্ট হয় না। কারণ বেশিরভাগ গৃহপরিচারিকার কাজের প্রতি আন্তরিকতার অভাব দেখা দেয়। তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয়টি হলো যে নারী গৃহপরিচারিকা হিসাবে কাজ করছেন তিনিও একজন গৃহিণী। অন্যের বাসায় শ্রম দিয়ে পারিশ্রমিক পাচ্ছেন কিন্তু প্রায় সমপরিমাণ শ্রম নিজের বাড়িতে দিয়ে মৌখিক স্বীকৃতিটুকুও পাচ্ছেন না।

গবেষণায় দেখা যায়, চাকুরীজীবি নারীদের দু'টি পূর্ণ দিবস শ্রম ঘন্টার সমপরিমাণ কাজ করতে হয়। অর্থাৎ চাকুরীর পাশাপাশি তাকে গৃহস্থালীর কাজও করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে কর্মস্থলে শ্রমের স্বীকৃতি পেলেও গৃহস্থালীর কাজের কোন স্বীকৃতি পায়না। এই গবেষণায় আরও দেখা যায়, গৃহস্থালীতে নিয়োজিত একজন নারী যেমন ১৬ ঘন্টা কাজ করেন তেমনি একজন চাকুরীজীবি নারীও প্রায় ১৬ ঘন্টার মত কাজ করেন। এরমধ্যে ৮ ঘন্টা অফিসে সময় দেন বাকী প্রায় ৮ ঘন্টা সময় দেন বাড়িতে গৃহস্থালী অন্যান্য কাজে। প্রথম ৮ ঘন্টার জন্য তিনি বেতন

পেলেও পরবর্তী ৮ ঘন্টার কাজের জন্য কোন স্বীকৃতিও পান না। ছুটির দিনগুলোতে এই কাজের পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। কেননা তাকে এসময় সারা সপ্তাহের জমানো কাজ করতে হয়।

সন্তানের লেখাপড়ার বিষয়টি পুরোপুরিভাবে দেখাশোনা করেন মায়েরা। সন্তানের লেখাপড়ার তদারকি (হোমওয়ার্ক করানো, পড়া প্রস্তুত করানো), স্কুলে যাবার সময় সন্তানকে প্রস্তুত করানো, টিফিনের নাস্তা ঠিক করা এবং তা প্রস্তুত করে গুছিয়ে দেয়া, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্কুলে আনা নেয়ার কাজও করতে হয় মাকে। আবার বাচ্চাকে স্কুলে দিয়ে মাকে বসে থাকতে হয় স্কুলের বাইরে। মা একজন শিক্ষকও বটে। গবেষণা উপাত্ত সংগ্রহের সময় দেখা যায়, একজন গৃহশিক্ষককে সপ্তাহে চারদিন দুই ঘন্টা একজন শিক্ষার্থীকে পড়ানোর জন্য ২৫০০-৩০০০ টাকা দিতে হয়। সন্তানের পড়ালেখার জন্য মায়েরা শিক্ষকদের চেয়েও বেশি সময় দেন। কিন্তু মায়ের দেয়া শ্রমের কোন মূল্যায়ন করা হয় না।

পরিবারের সদস্যদের বহুমুখী চাহিদা পূরণের জন্য দায়িত্ব নারীরাই পালন করে থাকে। পরিবারের শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রত্যেক সদস্যের প্রতি তার থাকে সমান খেয়াল। আর যে সকল গৃহিণীর ছোট বাচ্চা আছে তাদের বিশ্রামের সুযোগ থাকে না বললেই চলে। অন্য সব কাজের মধ্যেই একটা বড় সময় বরাদ্দ রাখতে হয় নবজাতকের জন্য। এমনকি ঘুমের মধ্যেও তিনি সন্তানের কথা চিন্তা করে অনেকাংশে সচেতন থাকেন। এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় হচ্ছে একজন নারী একই সময়ে একাধিক কাজ সম্পন্ন করে।

গ্রাম শহর সর্বত্রই গৃহপালিত পশু লালন-পালনের বেশিরভাগ কাজ করেন নারীরা। গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী দেখাশোনা, এদের খাদ্য সংগ্রহ (হাঁসের খাবার কুড়া, শামুক), খাবার দেয়া, চিকিৎসা, পরিচর্যা ইত্যাদি পরিবারের নারীরা করে থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসকল গৃহপালিত পশু পাখি বিক্রির টাকা পুরুষরা সংসারের অথবা ব্যক্তিগত খাতে ব্যয় করে। কিন্তু এগুলো লালন-পালন করে বিক্রির উপযুক্ত করার জন্য নারীরা যে শ্রম দেয়, তার সঠিক মূল্য কখনও হিসাব করা হয় না।

কেস স্ট্যাডি-২

একজন গ্রামীণ নারীর জীবন

শিউলী (ছদ্মনাম) একজন গৃহিণী। বয়স ৪০ বছর। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় বিয়ে হয় শিউলীর। তারপর নড়াইলের এক কৃষক পরিবারে স্বামী শ্যামলের সাথে সংসার শুরু করেন। একপুত্র ও দুই কন্যা সন্তান রয়েছে এ দম্পতির। ছেলে এস এস সি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর আর পড়াশোনা করেনি। বড় মেয়ে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। ছোট মেয়ে সবে মাত্র স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে।

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সকালের উঠান ঝাড়ু দিয়ে হাঁসের খাবার (শামুক) সংগ্রহের জন্য বের হয়ে যান শিউলী। সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে ঘর ঝাড়ু[৯] দিয়ে থালা-বাসন মেজে ধুয়ে নিয়ে আসেন বাড়ির পুকুর থেকে। নিজেদের বাড়ির সাথে পুকুর ও টিউবওয়েল থাকায় নিত্য ব্যবহার্য জলের জন্য খুব বেশি দূরে যেতে হয় না।

শিউলীর স্বামী নিজের জমিতে চাষাবাদ করেন। ভোরেই তিনি কাজে বের হন। প্রতিদিন বিকালে তিনি (শ্যামল) গরুর খাবার (খড় কেটে জাবনা) তৈরি করেন। শিউলী সকালে গরুকে খেতে দেন। তারপর তিনি রান্না করতে বসেন। কাজের ফাঁকে তিনি ছোট মেয়ের পড়া দেখিয়ে দেন। ঘর গুছিয়ে (বিছানা তোলা, কাপড় চোপড় গুছিয়ে রাখা) ফেলেন। রান্না হয়ে গেলে তিনি ছেলে মেয়েকে খেতে দেন। মেয়েরা খেয়ে স্কুলে চলে যায়। সকাল বেলায় তিনি দুপুরের খাবার রান্না করে রাখেন। সকালে শ্যামল কোনদিন খেতে আসেন কোনদিন হয়ত শিউলী ছেলেকে দিয়ে স্বামীর খাবার পঠিয়ে দেন। কখনও কখনও নিজেও যান।

সকালে সবার খাওয়া হয়ে গেলে তিনি গরুগুলো বাইরে বের করে গোয়াল পরিস্কারের কাজ করেন। গোবর দিয়ে জ্বালানির জন্য মশাল তৈরি করেন। কোন কোনদিন শ্যামল এসে গরু বের করে দেন।

হাঁস-মুরগি ঘর থেকে বের করে খেতে দেন। কৃষক পরিবার হওয়ায় একটা না একটা ফসল সবসময় থাকে বাড়িতে। বাসায় বয়স্ক শাশুড়ি আছেন। সকালের কাজ শেষ করে গোসলে যান। এসময় তিনি ছেলে-মেয়ে ও পরিবারের অন্য সদস্যদের কাপড় পরিস্কার করেন এবং আসার সময় কলসে পানি নিয়ে আসেন। তিনি জানান, স্বামীর তদারকি, সন্তানের যত্ন নেয়া এগুলোতো করতেই হয়। মেয়েদের কাজের কোন অবসর নেই। অবসর কাটাতে গেলে ঐ কাজ জমা হয়ে যায়। তবে সময় পেলে ঘুমাই অথবা কাঁথা সেলাই করি। গরুগুলোকে প্রতিদিন নিয়ম করে দুই/তিনবার পানি খাওয়াতে হয়।

সংসারের সব কাজেরই আর্থিক মূল্য আছে। তবে অবশ্যই সবকিছুর মূল্য নির্ধারণ করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি করাও ঠিক হবে না (যেমন- সন্তানের যত্ন নেয়া বা স্বামীর তদারকি করা)। কিন্তু আমি যত কাজ করি এগুলোর জন্য স্বামীর স্বীকারোক্তির চেয়ে বড় কিছু নেই।

উল্লেখ্য, গ্রামীণ নারীদের বেশ কিছু কাজ মাঝে মাঝে বা বিভিন্ন মৌসুমে করতেই হয়। যেমন- ধান শুকানো, সিদ্ধ করা, চাউল ঝাড়া, চালের গুড়া, হলুদ, মরিচ শুকিয়ে মিল থেকে গুড়া করিয়ে

[9] "Mop" is a bit of a misnomer; people get on their hands and knees on the ground and use a wet cloth to clean the floor (if it is tile or cement). Dirt floors are cleaned by smoothing them with wet dirt, again while on hands and knees.

পুরো বছরের জন্য সংরক্ষণ করা। বিভিন্ন ধরনের সবজির বিজ সংগ্রহ, মাটির ঘর, উঠান লেপ দেয়া, চুলা তৈরি করা ইত্যাদি।

"কোন ছুটি নাই, অসুস্থ থাকলেও কাজ করতে হয়" অবসর সময় প্রসঙ্গে একজন জানালেন। নারীরা কাজের মাঝে কোন অবসর পান কিনা, পেলে সেসময় কিভাবে কাটান তা আমাদের গবেষণার একটি মূখ্য জিজ্ঞাসা ছিল। অনেকে বলেছেন, তাদের অবসর[১০] বলে কিছু নেই। আবার অনেকে বলেছেন অবসর সময় আছে। দ্বিতীয় অংশের কাছে অবসর সময়ে কি করেন জানতে চাইলে তারা বলেন, অবসর সময়ে বাচ্চাকে সময় দেন, বাচ্চার হোমওয়ার্ক তৈরিতে সহযোগিতা করেন, সন্তানকে নিয়ে কোচিংএ যান, পরিষ্কার করা জামা কাপড় ইস্ত্রি করেন, কাপড় গুছিয়ে রাখেন, অসুস্থ্য আত্মীয়কে দেখতে যান, জামা-কাপড় সেলাই করেন (নিজের ও পরিবারের অন্যদের), কুশন-ওয়ালমেট তৈরি অথবা সৌখিন কোন সেলাই কাজ করেন। সারাদিনের অসমাপ্ত কাজও সম্পন্ন করেন এই সময়ে। একটু সচেতনভাবে খেয়াল করলে দেখা যায়, নারীর অবসর সময় কাটে মূলত বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে। গবেষণায় তথ্য প্রদানকারী একজন জানালেন, "দুপুরের পর যখন একটু সময় পাই তখন ঘুমাই।"

সারণী -১২: নারীর অবসর সময়

	নারী	পুরুষ
হ্যাঁ	৬৯.২%	৬৭.৬%
না	৩০.৫%	৩১.২%
মন্তব্য নেই	০.৩%	১.২%
মোট	১০০%	১০০%

চিত্র -৭: নারীর অবসর সময়

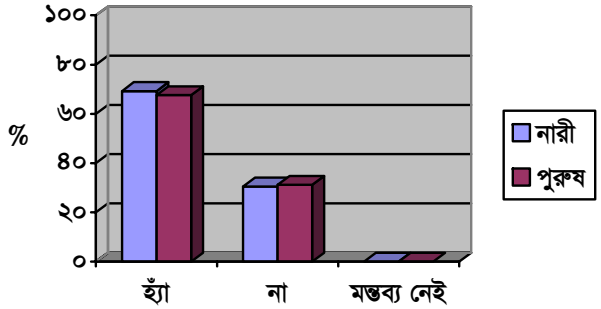

উপরের আলোচনা থেকে মনে করার কোন কারণ নেই যে পুরুষরা কোন কাজ করে না এবং তারা অলস সময় কাটায়। তারাও বিভিন্ন ধরনের কাজে নিয়োজিত থাকেন। তাদের অবসর সময়গুলোও বিশ্রাম এবং বেশ কিছু কাজের মধ্য দিয়ে পার করেন। যেমন- সবজি বাগান করা, আগাছা পরিস্কার করা, বাজার করা, চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয়া, ঘুমানো, পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া, গৃহস্থালী কাজে সহায়তা করা, মাছ ধরা, গরু বাছুরের খাবার প্রস্তুত করা, রিক্সার ভাড়া আদায়, গল্প করা, তাসখেলা, ক্ষেত্র বিশেষ প্রাইভেট পড়ানো ইত্যাদি।

[10] In lengthy interviews, contradictory statements often appear. For example, while men initially say that women's work has no value, after discussing all that women do, men often state that women's work is very important; that is, the interview itself raises their consciousness. Similarly, while men may initially say women do little work, upon reflection they may recognize that women have no leisure time—or they may fail to see the contradiction between those two statements.

এত কিছুর পরও পরিবারের ক্ষমতা কাঠামোতে কোন পরিবর্তন নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জনকারী পুরুষ সদস্যই পরিবারের প্রধান। পিতৃতান্ত্রিকতার একটি বড় দৃষ্টান্ত এটি। পাশাপাশি ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখে নারীকে অধস্তন করে রাখার প্রচেষ্টাও বটে। সারণী-৬ থেকে দেখা যায়, নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে (৯২.৭০%) তাদের স্বামীদের এবং পুরুষরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে (৯৪.৬০%) নিজেদেরকে বাড়ীর প্রধান হিসাবে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো নারী চাকুরীজীবি বা প্রধান উপার্জনকারী হলেও পরিবারের প্রধান তার স্বামী। যেসব নারী নিজেদের পরিবারের প্রধান বলে উল্লেখ করেছেন তারা বিধবা অথবা স্বামী পরিত্যাক্তা।

বেশিরভাগ নারী (৬৯.৮%) এমনকি অধিকাংশ পুরুষের মতে (৭৭.১%) কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তারা পরস্পরের সাথে আলোচনা করেন। (সারণী-১৩) পাশাপাশি একটি বড় সংখ্যক বলেছেন যে, তারা কোন আলোচনা করেন না। এর কোন প্রয়োজন নেই এমন কথা কেউ বলেননি। যেসকল বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সবজি বাগান করা, সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করা, জমি বিক্রি বা কেনা, চাকুরী করা, হাঁস-মুরগী বা গরু-ছাগল পালন, ঋণ গ্রহণ বা সঞ্চয় করা এবং মেয়ের বিয়ে[১১] ইত্যাদি বিষয়।

সারণী -১৩: অংশগ্রহণকারীদের পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী'র আলোচনা

	নারী		পুরুষ	
আলোচনা	গণসংখ্যা	%	গণসংখ্যা	%
হ্যাঁ	২২০	৬৯.৮%	২৪৩	৭৭.১%
না	৯১	২৮.৯%	৭২	২২.৯%
মন্তব্য নেই	৪	১.৩%	০	০%
মোট	৩১৫	১০০%	৩১৫	১০০%

[11] Although this is changing, most marriages, especially in rural areas, are arranged by the parents.

চিত্র -৮: অংশগ্রহণকারীদের পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী'র আলোচনা

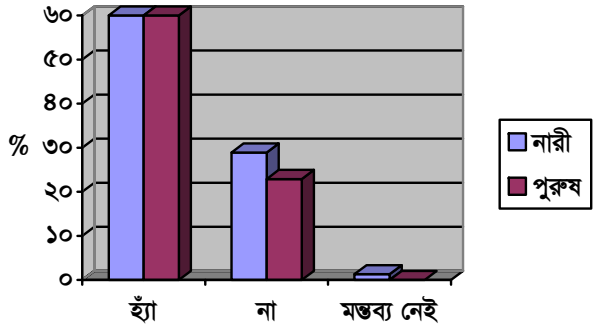

বিশ্লেষণ

গবেষণার মাধ্যমে দেখা যায়, নারীরা গৃহস্থালীতে অনেক কাজ করেন। আর নারী-পুরুষ উভয়েই গৃহস্থালীর কাজগুলোকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে মতামত প্রদান করেন। তবে এসব কাজের অর্থনৈতিক মূল্য নিরূপণের যথাযথ উপায়ের প্রসঙ্গ এলেই কতগুলো প্রশ্ন তৈরি হয়। নারীদের এসকল কাজের অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ করতে, কোন মজুরি সীমাকে ভিত্তি ধরা হবে? কাজের ঘন্টা ভিত্তি করে মজুরি নির্ধারণ হবে কিনা? একই সময়ে সম্পন্ন একাধিক কাজের

মূল্য কিভাবে নির্ধারণ করা হবে? ভিন্ন ভিন্ন কাজের মূল্যের পার্থক্য হবে কিনা? ইত্যাদি প্রশ্ন সামনে আসে। তবে বিষয়টিকে সহজ করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয়েছে।

১. শ্রমের বিকল্প ব্যবহারজনিত খরচ : অর্থাৎ নারী গৃহস্থালী কাজে যে সময় ব্যয় করছে তা যদি কোন অর্থ উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত থেকে ব্যয় করে তাহলে কি পরিমাণ আয় হয়।
২. গৃহ তদারকির প্রতিস্থাপনজনিত খরচ : কোন গৃহপরিচারক বা পরিচারিকাকে নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করার জন্য কি পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়।
৩. দায়িত্বের প্রতিস্থাপনজনিত সম্ভাব্য খরচ : নারী গৃহশ্রমের মাধ্যমে যা করছেন তা কোন দক্ষ বা পেশাদার ব্যক্তিকে (ধোপা, বাবুর্চি) দিয়ে সম্পন্ন করতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে।
৪. চাকুরীজীবিদের আয়ের অনুপাতে : সরকারি/বেসরকারি চাকুরীতে নিয়োজিত ব্যক্তিরা তাদের মাসিক অথবা বাৎসরিক শ্রমঘন্টা গৃহস্থালী কাজের সাথে তুলনামূলক পরিমাণ হিসাব করা।

এই গবেষণা প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রতিটি পদ্ধতির মধ্যে থেকে আমরা তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। তথা- বিভিন্ন কাজের বাজার মূল্য, কোন একটি কাজের জন্য প্রদেয় অর্থমূল্য এবং সেটির মাধ্যমে নারীদের সমস্ত কাজের হিসাব এবং সরকারি বেতনের সাথে নারীদের কর্মঘন্টার তুলনামূলক হিসাব করা হয়েছে। নারীদের দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে যে অবদান সেগুলোর সঠিক মূল্য হিসাবের জন্য বিভিন্নমুখী পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব। তবে সুনির্দিষ্ট বা একেবারেই একশত ভাগ সঠিক হিসাব বলে প্রমাণ করা খুবই কঠিন কাজ। তবে একাধিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অনেকাংশে যুক্তিসঙ্গত ও নিকটতম পরিমাপ করা সম্ভব।

বাজার দাম অনুযায়ী নারীর কাজের মূল্য হিসাব

নারীদের গৃহস্থালীর কাজের একটি নায্য/পক্ষপাতহীন মজুরি নির্ধারণের জন্য প্রথমেই শহর ও গ্রামের নারীদের আলাদা করা হয়। পৃথকভাবে তাদের কাজের তালিকা এবং তালিকা অনুযায়ী উভয় ক্ষেত্রে কি পরিমাণ সময় ব্যয় হয় তারও একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এই তালিকা ও সময়ের ভিত্তিতে মজুরি নির্ধারণ করা হয়। সাধারণভাবে একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরির হিসাবে গ্রামের নারীদের কাজের হিসাব করা হয়েছে। কিন্তু কিছু সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র যেমন কাঁথা সেলাই, গৃহশিক্ষকের বেতন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হিসাব করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য এই হিসাব থেকে কিছু কাজকে বাদ দেয়া হয়েছে সঙ্গত কারণেই। যেমন- গৃহ ব্যবস্থাপনা, পরিবারের আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ, বিভিন্ন ধরনের বিল পরিশোধ ইত্যাদি।

কাঁথা সেলাই, রিপু বা এ জাতীয় কাজের জন্য একজন গ্রামীণ নারী তার প্রতিঘন্টা কাজের জন্য মাত্র ২.৫ টাকা পেয়ে থাকেন। আবার ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার তদারকি ও অসুস্থ্যদের সেবা করার জন্য গবেষণা তথ্যমতে অর্থনৈতিক মূল্য দাঁড়ায় ৭৫-৮১ টাকা (টেবিল-১৪)। একজন নারী গড়ে ১৬ ঘন্টা কাজ করলে, সর্বনিম্ন ৩০ মিনিট থেকে সর্বোচ্চ ৩ ঘন্টা একটানা নিজেকে কাজে নিযুক্ত রাখেন বলে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় (যদিও এখানে দ্বৈত কাজের হিসাব বাদ দেয়া হয়েছে; যেমন- রান্নার পাশাপাশি সন্তানের দেখাশোনা ইত্যাদি)। এমনিভাবে গ্রামীণ নারী প্রতিদিন প্রতিঘন্টায় যতগুলো কাজ করছেন এবং যে পরিমাণ সময় ব্যয় করছেন তার হিসাব করলে দেখা যায়, তিনি প্রতিদিন ২১৩ টাকার সমপরিমাণ কাজ করছেন। এটি প্রতিমাসে ৬৪৮৩ টাকা এবং বাৎসরিক হিসাবে দাঁড়ায় ৭৭৭৯১ টাকা। গ্রামে পূর্ণ সময় গৃহস্থালী কাজের নিয়োজিত নারীর সংখ্যা ১৮৮ মিলিয়ন। প্রতিবছর তাদের সম্মিলিত অবদান উল্লিখিত হিসাবে দাঁড়াবে ১৪,৬২,৪৬৪ মিলিয়ন টাকা বা ২০.৮৯ বিলিয়ন ডলার।

পূর্ণসময় গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত নারীদের পাশাপাশি গ্রামে কর্মজীবি নারীদের সংখ্যা একেবারেই কম নয়। গ্রামীণ কর্মজীবি নারীর সংখ্যা প্রায় ৭.৩ মিলিয়ন। এরা চাকুরী বা অর্থ উপার্জনমূলক বিভিন্ন কাজে সরাসরি জড়িত থাকার পাশাপাশি সম্পূর্ণ সময় গৃহস্থালী কাজেও নিযুক্ত থাকেন। এখান থেকে বলা যায় যে, ৭.৩ মিলিয়ন নারী পূর্ণসময় গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত নারীর তুলনায় অর্ধেক সময় কাজ করেন তাহলে অর্থনীতিতে তাদের অবদান হবে ২৮৩৯৩৬ মিলিয়ন টাকা বা ৪.০৬ বিলিয়ন ডলার।

সারণী -১৪: গ্রামীণ নারীর কাজের আনুমানিক মূল্য

গ্রামীণ নারীর কাজ	ঘন্টা/দিন	মূল্য/ঘন্টা	মূল্য/দিন
রান্না (প্রস্তুতিসহ প্রতিদিন ৩ বার)	৬	১০	৬০
কাপড় পরিস্কার এবং আয়রন (সপ্তাহে ২ দিন)	১	১০	১০
গৃহপালিত পশুর পরিচর্যা	১	১০	১০
হাঁস-মুরগি দেখাশোনা করা ইত্যাদি	০.৫	১০	৫
শিশুদের পড়ানো (হোমওয়ার্ক তৈরিতে সহযোগিতা)	০.৫	৭৫	৩৭.৫
কাপড় রিপু, সেলাই করা	২	২.৫	৫
সবজি বাগান করা	১	১০	১০
হাড়ি-পাতিল পরিস্কার করা	০.৫	১০	৫
উঠান-বাড়ি পরিস্কার করা	০.৫	১০	৫
অসুস্থ্যদের সেবা করা	০.৫	৮১.৩	৪০.৬
শিশুদের দেখাশোনা করা	০.৫	১০	৫
জ্বালানী সংগ্রহ	০.৫	১০	৫
পানি সংগ্রহ	০.৫	১০	৫
কৃষি খেতে কাজ করা	১	১০	১০
মোট	**১৬**	**২৬৮.৭৫**	**২১৩.১৩**

শহর এলাকায়ও পূর্ণকালীন ও খন্ডকালীন গৃহকর্মে নিয়োজিত নারীদের কাজের তালিকা এবং তাদের অর্থনৈতিক অবদান নিরূপণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বহুমুখী চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে এটি তুলনামূলকভাবে একটি জটিল কাজ হিসাবে দেখা দিয়েছে। আমরা কাপড় পরিস্কারের কথা বলতে পারি। একজন গৃহপরিচারিকাকে একটি পরিবারে শুধু মাসিকভিত্তিতে কাপড় কাচার জন্য পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করতে হয় ২০০ টাকা। লন্ড্রিতে এটি ১২-৩০ টাকার মধ্যে ওঠা নামা করে (এ কারণে এলাকাভেদেও এই টাকার পরিমাণের পার্থক্য হয়ে থাকে)। আবার ধোঁয়া কাপড় ইস্ত্রি করার জন্য আলাদাভাবে টাকা দিতে হয়। প্রতি সপ্তাহে একজন নারী গড়ে ২০টি কাপড় পরিস্কার এবং আয়রন করলে লন্ড্রিকে প্রদত্ত মূল্যের সাথে তুলনামূলক হিসাবে সাপ্তাহিকভাবে এর অর্থমূল্য দাঁড়াবে ৪২০ টাকা আর মাসিক মূল্য হবে ১৬৮০ টাকা।

অসুস্থদের সেবা করা, ঔষধ-পথ্য খাওয়ানোর মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন নারীরা। এইসব কাজ যে কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সকে দিয়ে করালে প্রতিদিন ৫০০-৮০০ টাকা প্রদান করতে হয়। তবে বিশেষ প্রশিক্ষণের কারণে একজন নার্স সেবা প্রদানের দক্ষতার কাছে অধিকাংশ নারীর পরিবারের অসুস্থদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দক্ষতার বিশেষ কমতি দেখা যায় না। আর আপন জনের[১২] জন্য যত্ন-ভালবাসা কোন অর্থমূল্যে কেনা কখনও সম্ভব নয়।

রান্নার ক্ষেত্রে বেশ পার্থক্যমূলক চিত্র লক্ষ্য করা যায়। ছোট খাবার হোটেলে একজন বাবুর্চি তার খাবারসহ প্রতিদিন ২০-৩০ টাকা পেয়ে থাকেন। তিনি প্রায় ৬ দিনই ৮ ঘন্টা করে সেখানে শ্রম দিয়ে থাকেন। এটাকে যদি একজন নারীর রান্নার সাথে তুলনা করলে তিনি প্রতিদিন গড়ে ৬ ঘন্টা সময় রান্নার কাজে ব্যয় করেন। আর একেবারেই নিম্নমূল্যে প্রতিদিন গড়ে মাত্র ২৫ টাকা হিসাব করলেও দাঁড়ায় মাসে ৬০০ টাকা।

ছোট শিশুদের লালন-পালন করার জন্য বাংলাদেশে খুবই কম সংখ্যক দিবাযত্ন কেন্দ্র রয়েছে। অন্যান্য কাজের মত শিশুদের দেখাশোনা করাও নারীদের একটি অন্যতম প্রধান কাজ। অনেক মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারে শিশুদের দেখাশোনা করার জন্য অল্পবয়সী মেয়েদেরকে গৃহপরিচারিকা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। শহরে এই প্রবণতা অনেক বেশি। এজন্য ওই গৃহপরিচারিকাকে ভরণপোষণের পাশাপাশি মাসে ১০০০-১২০০ টাকা অনেক ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি নগদ অর্থ প্রদান করতে হয়। তবে এই টাকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওই গৃহপরিচারিকা নিজে খরচ করতে পারে না। মাস শেষে গৃহপরিচারিকার বাবা বা পরিবারের প্রধান এসে ওই টাকা নিয়ে যায়। তবে একজন গৃহপরিচারিকার মাধ্যমে শিশুর লালন-পালনের বিষয়টিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুর মায়ের যত্নের সাথে কোনক্রমেই তুলনা করা যায় না বলে মায়েরা মতামত প্রদান করেছেন। পাশাপাশি মা-বাবা যেভাবে সন্তানকে শিক্ষা দিতে চান একজন গৃহপরিচারিকার তত্ত্বাবধানে রেখে সেটি সঠিকভাবে করা সম্ভব নয়।

তাছাড়া অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, মা শিশুর প্রথম শিক্ষক। শিশুর শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় বিদ্যালয়গুলো একটি অংশ পূরণ করে মাত্র। কিন্তু মাকে শিশুর লেখাপড়া এবং সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় প্রদান করতে হয়। অনেক পিতা-মাতা তার সন্তানকে পড়াতে গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেন। গৃহশিক্ষক বা স্কুলের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার পরও মাকে তার সন্তানের লেখাপড়ার তদারকি করতে হয়। যেমন- শিশুর লেখা শেষ হলো কিনা, পড়া ঠিকমত শিখলো কিনা, বইপত্র ঠিকমত গুছিয়ে নিল কিনা ইত্যাদি কাজে মাকেই গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়। একজন ছাত্রকে ১-২ ঘন্টা পড়ানোর জন্য একজন গৃহশিক্ষককে ২০০-৩০০০ টাকা পর্যন্ত প্রদান করতে হয়। তবে সব কিছুর পরও মা সন্তানের পড়ার পিছনে প্রতিদিন গড়ে প্রায়

[12] Nursing care in Bangladesh often consists of basic tending of a patient rather than specialized nursing.

দুই ঘন্টা সময় ব্যয় করে থাকেন। এখানে দেখা যাচ্ছে, মা একজন গৃহশিক্ষকের[১৩] সমপরিমাণ সময় শিশুর লেখাপড়ার জন্য ব্যয় করেন। আর মায়ের যত্ন ও ভালবাসার কাছে অন্য সকলের আদর-যত্ন অনেকাংশেই ম্লান হয়ে যায়।

যেহেতু শহরের বেশিরভাগ লোক মাসিক বেতনের ভিত্তিতে কাজ করেন তাই বিভিন্ন কাজের মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে মাসিক বেতনের মাধ্যমে করা হয়েছে। এভাবে কাপড় কাঁচা ও ঘর পরিস্কার করার জন্য মাসিক ২০০ টাকা এবং অুসস্থ্য রোগীর সেবা করার জন্য প্রায় ২,০০০ টাকার অর্থমূল্য নিরূপণ করার মত কাজ তারা করে থাকেন।

এমনিভাবে একজন নারীর মাসিক গৃহস্থালী কাজের অর্থমূল্য পাওয়া গিয়েছে ১০,১৬৬ টাকা যা বাৎসরিক হিসাবে প্রায় ১,২১,৯৯৬ টাকা (প্রতি ঘন্টা কাজ, কাজের ঘন্টা অনুযায়ী প্রদত্ত

শহরে নারীর কাজ	ঘন্টা/দিন	মূল্য/মাস	মূল্য/বছর	মূল্য/ঘন্টা	মূল্য/বছর[১৫]
রান্না (প্রস্তুতিসহ প্রতিদিন ৩ বার)	৬	৬০০	২,১৯০	৩.১৩	৬,৮৪৪
কাপড় পরিস্কার এবং আয়রন (সপ্তাহে ২ দিন)	০.৫	১,৬৮০	১৮২.৫	১৩.৮১	২,৫২০
শিশুদের স্কুলে আনা-নেয়া করা	১	৬০০	৩৬৫	১৫.০০	৫,৪৭৫
শিশুদের পড়ানো (হোমওয়ার্ক তৈরিতে সহযোগিতা)	২	২,৫০০	৭৩০	৮৩.৩৩	৬০,৮৩৩
শিশুদের দেখাশোনা করা	২	১,৫০০	৭৩০	৬.১৬	৪,৫০০
কাপড় রিপু, সেলাই করা	১	২৫০	৩৬৫	৮.২২	৩,০০০
হাড়ি-পাতিল পরিস্কার (সাধারণত দিনে ৩ বার)	১	২০০	৩৬৫	৬.৫৭	২,৪০০
বাসা পরিস্কার করা	০.৫	২০০	১৮২.৫	৩.২৯	৬০০
অসুস্থ্যদের সেবা করা	০.৫	১৯,৭৭৩	১৮২.৫	৮১.২৫	১৪,৮২৮
কেনাকাটা এবং বাগান করা	১.৫	৩,৫০০	৫৪৭.৫	৩৮.৩৫	২০,৯৯৮
মোট	১৬	৩০,৪০৩	৫৮৪০	২৫৯.১১	১২১,৯৯৬

পরিশোধিত মাসিক আয় থেকে প্রাপ্ত) এভাবে হিসাব করলে দেশের ২৪.৫ মিলিয়ন পূর্ণসময় গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত শহরের নারী বাৎসরিক ২৯,৮৮,৯১৪ মিলিয়ন টাকা বা ৪২.৭ বিলিয়ন ডলারের সমমূল্যের কাজ করছেন।

[13] "Tutoring" in Bangladesh often consists of very basic assistance with homework rather than any specialized teaching.

পূর্ণসময় গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত নারীর পাশাপাশি শহর এলাকায় ২.৫ মিলিয়ন পূর্ণসময় কর্মজীবি[১৪] নারী রয়েছেন যারা অফিসে কাজ করার পাশাপাশি গৃহস্থালী কাজেও প্রায় সমপরিমাণ সময় ব্যয় করেন। তাদের ব্যয় করা সময় অনুযায়ী গ্রামে পূর্ণকালীন গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত নারীদের কাজের অর্ধেক সময়ও যদি ধরা হয় তাহলে শহরে কর্মজীবি নারীদের কাজের অর্থমূল্য দাঁড়াবে বাৎসরিক ১,৫২,৪৯৬ মিলিয়ন বা ২.১৮ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ।

সারণী -১৫: শহরের নারীর কাজের আনুমানিক মূল্য

সারণী-১৫ তে উল্লিখিত সকল শ্রেণীর নারীদের সম্মিলিত কাজের অর্থমূল্যকে যদি একত্রিত করা হয় তাহলে তার পরিমাণ হবে ৬৯.৮ বিলিয়ন ডলার। উল্লেখ্য এ হিসাবের মধ্যেও নারীরা করে থাকে এমন কিছু কাজের হিসাব করা হয়নি এবং হিসাবের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম মজুরিকে ভিত্তি করা হয়েছে।

সারণী -১৬: মূল্য না দেয়া কাজের বিনিময়ে নারীর অবদান

[14] While employed men generally spend their free time in a range of pursuits, often pleasurable ones, women bear most responsibility for the home and family. This is not to deny that men, whether employed or not, make significant contributions to the household—but nobody questions the value of men.

[15] Numbers are rounded, so total does not entirely match.

ধরন	কাজের মূল্য (টাকা)	কাজের মূল্য (ইউএস ডলার)
গ্রামের গৃহিণী (পুরো সময়)	১,৪৬২,৪৬৩.৮	২০,৮৯২.৩৪
শহরের গৃহিণী (পুরো সময়)	২,৯৮৮,৯১৩.৮	৪২,৬৯৮.৭৭
গ্রামের কর্মজীবি নারী	২৮৩,৯৩৫.৮	৪,০৫৬.২৩
শহরের কর্মজীবি নারী	১৫২,৪৯৫.৬	২,১৭৮.৫১
মোট	**৪,৮৮৭,৮০৮.৯**	**৬৯,৮২৫.৮৪**

বাজার দামের সাথে তুলনা করে নারীর কাজের মূল্য হিসাব

বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে নারীর কাজের অর্থমূল্য হিসাব করা যেতে পারে। যেমন- নারীরা রান্নার জন্য প্রতিদিন প্রায় ৬ ঘন্টা সময় ব্যয় করেন। দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি মেসে একজন গৃহপরিচারিকাকে রান্নার জন্য প্রতিমাসে মাথাপিছু ২০০ টাকা প্রদান করতে হয়। হোটেলে বা রেস্টুরেন্ট-এ যে পাচক (পুরুষ) রান্না করেন তাকে এর তুলনায় অনেক বেশি অর্থ প্রদান করতে হবে এটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়।

প্রার্থনা, গোসল ইত্যাদি ব্যক্তিগত কিছু কাজ এবং অবসর সময় বাদ দিয়ে একজন নারী প্রায় ৪৫ ধরনের কাজে নিজেকে প্রতিদিন নিযুক্ত রাখেন (পরিশিষ্ট-২)। এর প্রতিটি কাজকে রান্নার মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় অনুযায়ী হিসাব করলে এই ৪৫ ধরনের কাজের অর্থমূল্য দাঁড়ায় ৯০০০ (নয় হাজার) টাকা। যদি ধরে নেয়া হয় যে ৫৩.১ মিলিয়ন নারীই (পূর্ণ সময় + অর্ধ সময়) এই ৪৫ ধরনের কাজ বছরে প্রতিদিন করছেন তাহলে ৯০০০ টাকা হিসেবে এর পরিমাণ হয় ৫৭,৩৪,৮০০ মিলিয়ন টাকা বা ৮১.৯৩ বিলিয়ন ডলার।

সরকারি বেতন স্কেলের সাথে তুলনা করে নারীর কাজের মূল্য হিসাব করা

সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতনের সাথে তুলনা করেও নারীর কাজের অর্থমূল্য বের করা সম্ভব। গৃহস্থালী কাজে, সন্তান লালন পালন ইত্যাদি যদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয় এবং এসব কাজের যুক্তিসঙ্গত মূল্য প্রদান করতে হলে উপরোক্ত পদ্ধতিতে হিসাব করা সঠিক হবে। একথা সত্য যে গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত সব নারী চাকুরীজীবিদের সমান বা বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষ নয়। সেই অর্থে নারীকে অদক্ষ বললেও শারীরিক অসুস্থ বা প্রতিবন্ধী ছাড়া প্রত্যেক নারী গৃহস্থালী কাজে সম্পূর্ণ পারদর্শী। পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তা যেখানে ৮ ঘন্টা শ্রম দেন অপরদিকে একজন গৃহিণীকে ১৬ ঘন্টার বেশি শ্রম দিতে হয়। একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তার মাসিক বেতন প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা। বাংলাদেশের ৫৩.১ মিলিয়ন নারীর ১৬ ঘন্টা কাজকে ১০,০০০ টাকার অর্থমূল্য হিসাবে পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৩,৭২,০০০ মিলিয়ন টাকা বা ৯১.০ বিলিয়ন ডলার।

আলোচনা

নারীর কাজের গুরুত্ব আছে কিনা; নারীর কাজের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতির প্রয়োজন কিনা? প্রশ্নের জবাবে একজন অংশগ্রহণকারী বলেন, "মূল্য যদি নাই থাকবে তাহলে গৃহপরিচারিকাকে কেন টাকা দিচ্ছি?" গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশ নারী-পুরুষ নারীর কাজের ব্যাপকতা সম্পর্কে বেশ সচেতন। নারীর অবদানের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতির দাবীও জানিয়েছেন তারা।

নারীর কাজের মূল্য হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সবক'টি পদ্ধতির সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যেমন- কোন একটি পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল যে সম্পূর্ণ নির্ভুল বা সুক্ষ্ম তা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ বাজার মূল্যের কথা বলা যেতে পারে। একটি সাধারণ মানের রেস্টুরেন্ট এবং একটি উচ্চমানের রেস্টুরেন্টের পাচক বা বাবুর্চির বেতনের অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। ছোট মাঝামাঝি মান এবং উচ্চমানের লন্ড্রী থেকে কাপড় পরিস্কার করা এ দু'য়ের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া প্রচলিত মজুরি হিসেবে সব কাজের সঠিক মূল্য কোনভাবেই পাওয়া যাবে না। যেমন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা যায়, যেখানে কোন ক্ষেত্রে ফ্যাশন ডিজাইনার এবং খেলোয়াড়রা উচ্চ সম্মানী পেয়ে থাকেন কিন্তু সমাজকর্মী বা শিশুদের দেখাশোনায় নিয়োজিতরা অপেক্ষাকৃত কম সম্মানী পায়। বিশ্বজুড়ে এই একই চিত্র বিদ্যমান।

কৃষক অথবা নারীদের কথা ধরা যাক, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে ফসল ফলাচ্ছে বা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যোগান দিচ্ছে কিন্তু বিনিময়ে তারা যে পারিশ্রমিক বা আয় করেন তা কোন একটি কোমল পানীয় উৎপাদনকারী অথবা টেলিভিশনের চ্যানেলে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা অস্ত্র ব্যবসায়ীর আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশের সমান। ফলে গবেষণা থেকে কোন কাজের মজুরি এবং সমাজে এর অবদানের মধ্যকার অনেক ব্যবধান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফলে একটি সঠিক হিসাব করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। পাশাপাশি সময়ের কথা বলা যায়, নারীরা বিভিন্ন দৈনন্দিন কাজে ব্যয় হওয়া সময়ের পরিমাণ ও মূল্যের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। ফলে সময়ের ভিত্তিতেও প্রকৃত মূল্য বের করা বেশ কঠিন। তাই বর্তমান গবেষণায় সঠিক বা নির্ভুল অর্থমূল্য বের করার পরিবর্তে নিকটতম বা আনুমানিক অর্থমূল্য হিসাবের চেষ্টা করা হয়েছে। একই সাথে নারীদের কাজের ব্যাপকতা বা গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা এরই মধ্যে বেশ কিছু অর্থমূল্য নিরূপণ করতে পেরেছি। এগুলো যথাক্রমে ৬৯.৮বিলিয়ন, ৮১.৯৩ বিলিয়ন এবং ৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এসব

অর্থমূল্য মূলত পৃথক হলেও প্রায় কাছাকাছি। অর্থাৎ নারীদের কাজের মূল্যায়ন সর্বনিম্ন হারে করা হলেও প্রতিবছর এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৯.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। নারীদের এই অবদানের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব। নারীরা যেখানে বছরে ৪,৮৮৭, ৮০৮.৯ মিলিয়ন বা ৪,৮৮৭.৪ বিলিয়ন টাকার অবদান রাখছেন সেখানে সরকার প্রতি বছর তামাক কোম্পানিগুলো থেকে কর্মসংস্থান ও করের যোগান হিসেবে পাচ্ছে মাত্র ২৪.৮ বিলিয়ন টাকা (ডাব্লিউএইচও-২০০৫)। অর্থাৎ তামাক কোম্পানিগুলোর তুলনায় নারীদের অর্থনীতিতে অবদান ১৯৭ গুণ বেশি। কিন্তু এরপরও নারীদের অবদান সম্পর্কে আমরা তেমন কিছুই বলতে শুনিনা যতখানি আমরা শুনতে পাই তামাক কোম্পানিগুলো সম্পর্কে।

নারীদের কাজের অর্থমূল্যের এই হিসাবের বিষয়টি দেশের জিডিপির হিসাবের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আইএমএফ-এর হিসাব মতে ২০০৫ সালে দেশে জিডিপি হিসাব হয়েছিল ৬০.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার[১৬]। অর্থাৎ নারীরা তাদের সামগ্রিক গৃহস্থালী কাজের মাধ্যমে যে অবদান রাখছে তা জিডিপি থেকে ১.১ থেকে ১.৫ গুন বেশি। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ৩টা বিষয় মনে রাখা দরকার।

ক) জিডিপি থেকে নারীদের বাদ দেয়া হয় তবে নারীদের কাজকে জিডিপিতে হিসাব করা হলে এর পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হতো।

খ) নারীরা প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৬ ঘন্টা কাজ করে। নারীদের এই কর্মঘন্টা স্বাভাবিকভাবে ধরে নেয়া যায় পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি। সুতরাং নারীদের সামগ্রিক অবদান পুরুষদের তুলনায় বেশি হওয়াও অত্যন্ত স্বাভাবিক।

গ) নারীরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় মৌলিক সেবা প্রদান করে সেগুলো উচ্চমূল্যে মূল্যায়ন করা উচিত। যদিও জিডিপি প্রকৃত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা হিসাবের বাস্তবধর্মী ও উপযোগী পদ্ধতি কিনা তা বিবেচনার বিষয়। তবে নারীদের কাজের অবদানকে উপরিল্লিখিত পদ্ধতিতে পরিসংখ্যান করে জিডিপি'র সাথে যোগ করলে এর পরিমাণ ৬০.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ১৪২.৭ বিলিয়ন ও ১৫১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হবে।

পরিমাপের এই পদ্ধতি নিয়ে অনেকে বিতর্কের সুত্রপাত ঘটাতে পারেন কিন্তু কিছু বিষয়কে কেউই একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারবে না। নারীরা দিনের অধিকাংশ সময় নিজেদেরকে কাজের সাথে যুক্ত রাখেন। এমনকি অসুস্থ অবস্থায়ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন ছুটি বা অবসর পায় না। একই সময়ে একাধিক কাজ সম্পন্ন করেন। এই গবেষণার উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে, নারীরা প্রতিদিন গড়ে ১৬ ঘন্টা নিজেদেরকে বিভিন্ন কাজে যুক্ত রাখেন। তবে কারো নবজাত শিশু থাকলে এই কাজের পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। এছাড়া বেশ কিছু কাজ নারীরা করেন যেগুলোর কোন অর্থমূল্য হিসাব করা উচিত নয়। এধরনের জটিলতার কারণে সেগুলোকে আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে। যেমন- শিশুকে স্তন্যপান করানোর মত স্পর্শকাতর দায়িত্বের কথা বলা যায়। তবে এটা তর্কাতিতভাবে সত্য যে, নারীরা গৃহস্থালীর কাজ বন্ধ রাখলে পুরো পরিবার বা সমাজ ব্যবস্থাই অচল হয়ে পড়বে।

ফলে এই প্রতিবেদনে নারীর অমূল্যায়িত কাজের হিসাব কিভাবে করা হয়েছে এই প্রশ্ন না করে বরং তাদের এসব কাজের অবিশ্বাস্য ব্যাপকতা ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হওয়া জরুরি। তাদের শ্রমের মাধ্যমে সমাজ, রাষ্ট্র এবং পরিবারে যে অপরিমেয় অবদান রেখে চলেছেন তার সঠিক মূল্যায়ন ও মর্যাদা প্রদান করা একান্তই প্রয়োজনীয়।

উপসংহার ও সুপারিশমালা

নারীরা গৃহস্থালীতে যে বিপুল পরিমাণ কাজ করেন এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব প্রশ্নাতীত। এগুলো যে বাস্তবিকই গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যাবে যদি তারা কখনও মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য সকল কাজ করা বন্ধ করে দেন।

উপরের বিভিন্ন অর্থনৈতিক হিসাব থেকে খুবই সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, নারীরা গৃহস্থালীতে প্রচুর পরিমাণ কাজ করেন এবং অর্থনীতিতে এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। নারীর গৃহস্থালীর কাজের বিনিময়ে কোন অর্থ এমনকি স্বীকৃতিও দেয়া হয় না। উপরন্তু এগুলোকে কেবলমাত্র নারীদের দায়িত্ব বা কাজ হিসেবেই গণ্য করা হয়। অন্যদিকে, গৃহস্থালী কাজের মাধ্যমে নারীরা সমগ্র অর্থনীতিতে বড় অংকের ভর্তুকি দিচ্ছে। এসব কাজ আমাদের গৃহিণীদের পরিবর্তে অর্থের বিনিময়ে কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করলে নিঃসন্দেহে প্রচুর পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হতো। পুরুষরা ঘরের বাইরে কাজ করার ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতো। সর্বোপরি সামগ্রিকভাবে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র কোনটাই ঠিকমত চলত না।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত পিআরএসপি-তে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে নারীর গৃহস্থালী কাজের অর্থমূল্য নিরূপণের কথা বলা হয়েছে। এ উদ্যোগকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাতে হবে। কিন্তু কিভাবে এই হিসাব করা হবে বা করা যেতে পারে পিআরএসপি-তে তা উল্লেখ করা হয়নি ।

নারীদের কাজের সঠিক অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করা বেশ জটিল ও কঠিন কাজ। বর্তমান গবেষণায় বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। একজন নারীর দৈনন্দিন গৃহস্থালী কাজের সাম্ভাব্য অর্থমূল্য কি হতে পারে? এই প্রারম্ভিক উদ্যোগ যে পরিপূর্ণ সঠিক সেটা বলা যাবে না। এটা শুরু মাত্র। পরবর্তী সময়ে আরও ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে সঠিক, পরিপূর্ণ ও সর্বজন গ্রহণীয় অর্থমূল্য ও কাজের তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি এটিও তুলে ধরা সম্ভব হবে নারীরা গৃহস্থালী কাজের মাধ্যমে কিভাবে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে।

[16] The GDP figure is from Wikipedia.

বাংলাদেশ সরকার পরিসংখ্যান ব্যুরো নারীদের কাজের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করতে পারে বয়স, শ্রেণী ও অবস্থানের ভিত্তিতে। আর সেই তালিকার ভিত্তিতে নারীর কাজের অর্থমূল্য বের করা সম্ভব হবে।

এক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রতি নতুনভাবে নজর দেয়া প্রয়োজন তাহলো-

- নারীদের গৃহস্থালী কাজের মাধ্যমে অবদানের গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণ ও নীতিনির্ধারকদের সচেতন করা
- নারীর অমূল্যায়িত বা বাজার বর্হিভূত (গৃহস্থালী) কাজের সঠিক মূল্য জিডিপি হিসাবে যুক্ত করা
- রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থকে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচনা করা
- নারীর গৃহস্থালী কাজে পুরুষের সহযোগিতামূলক মনোভাব তৈরিতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা
- ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে আরো ব্যাপকভাবে বিষয়টি সচেতন করতে জাতীয়ভাবে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা

নারীদের পারিশ্রমিকবিহীন কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন বর্তমানে প্রচলিত জাতীয় আয় বা মোট দেশজ উৎপাদনের পরিসংখ্যানকে শুধু সমৃদ্ধই করবে না, জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর উল্লেখযোগ্য অবদানকে চিহ্নিত করবে। জাতীয় আয় বা মোট দেশজ উৎপাদনের জাতীয় পরিসংখ্যানকে পুনর্বিবেচনায় আনতে পারলে, নারী-শ্রমকে আর 'অদৃশ্য' গণ্য করা হবে না। পারিশ্রমিকবিহীন কর্মকান্ড বা বাজার বর্হিভূত কর্মকান্ডে নিয়োজিত নারীদের শিক্ষা ও দক্ষতার মানোন্নয়নে অধিকতর রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের যুক্তিটি আরো দৃঢ় হয়ে উঠবে। তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারী সমাজের জন্য সমতা ও উন্নয়ন লাভের প্রশ্নটি অনেকাংশে শক্ত করা সম্ভব হবে।

References

- Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), *2004 Statistical Yearbook of Bangladesh*. Dhaka, December 2005.
- Efroymson, Debra, Sian FitzGerald and Lori Jones, ed. *Promoting Male Responsibility for Gender Equality: Summary Report of Research from Bangladesh, India and Vietnam*. HealthBridge (Dhaka) 2006.
- Farmer, Paul. *Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor*. University of California Press, Berkeley, 2005.
- Hamid, Shamim. *Why Women Count, Essays on Women in Development in Bangladesh*. Dhaka: University Press Limited, 1996.
- Heymann, Jody and Christopher Beem, Editors. *Unfinished Work, Building equality and democracy in an era of working families*. New York, London: The New Press, 2005.
- http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP
- Islam, Nazul. "Exploitation of domestic workers" in The Daily Star (Bangladesh newspaper), December 21, 2006 (http://www.thedailystar.net/2006/12/21/d612211502116.htm).
- Waring, Marilyn. "Counting for Something! Recognising women's contribution to the global economy through alternative accounting systems" in *Gender and Development* Vol. 11, No. 1, May 2003.
- Waring, Marilyn. *If Women Counted: A New Feminist Economics*. HarperSanFrancisco: 1998.

- UNPAC, "Women and the Economy" 2003-2006, http://www.unpac.ca/economy/unpaidwork.html.
- World Health Organization, *Impact of Tobacco-related Illnesses in Bangladesh*. Dhaka: January 2005.

Appendix 1: Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP)

The importance of women's unpaid work is mentioned in the Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP) of many countries. In Bangladesh, under the Policy Matrix "Women's Advancement and Rights (Mainstreaming economic activities)", the following appears:

- Strategic goal: "Improve women's efficiency (reduce time use) in household & reproductive roles"
- Key Targets: "Raise awareness to improve men's contribution in household activities; ... Attempt to calculate women's household contribution in National Income Accounting by 2007."
- Actions Taken/Underway: "Social auditing initiatives"
- PRSP Policy Agenda: "...Include women's contribution in the National Income Accounting by developing mechanism of shadow price/opportunity cost analysis; Promote equal sharing of household and productive works..."

That is, government policy may state directly, as in Bangladesh, that it is necessary to include women's contribution through household work in national income estimates. Goals of increasing men's contribution to household activities can also be addressed through highlighting the large number of tasks which women undertake, to suggest specific areas in which further sharing could occur. Here again, the greater enjoyment of leisure time by men than women highlights the need, as already stated in government policy, for men to assume more household tasks, thereby reducing the burden on women.

Appendix 2: List of tasks regularly performed by women

Note: Although we mention 45 tasks that emerge from the research, the figure is somewhat arbitrary, as various tasks can be further sub-divided. Naturally, not all women engage in all tasks, and tasks involving childcare of course vary by the age of the child. It is mostly rural women who engage in agriculture-related tasks and animal husbandry, and some of the handicrafts are performed more commonly by rural than urban women. Some tasks are seasonal or occasional, including certain agriculture work and taking care of the sick; some tasks take far longer than others, e.g. cooking is one of the longest. The figure of 45 tasks is thus a rough estimate.

Agriculture-related

1. Preparing soil, planting seedlings, weeding, etc. for rice paddy
2. Managing daily workers for rice paddy
3. Preparing plot, etc. for vegetable gardening
4. Growing vegetables (watering, weeding, etc.)
5. Managing daily workers for gardening
6. Harvesting
7. Food processing
8. Collecting and drying seeds

Animal husbandry

9. Caring for ducks and chickens (cleaning, feeding, etc.)
10. Medical care of small animals
11. Collecting and selling eggs

12. Caring for larger animals (cows, goats): cleaning, feeding, etc.
13. Milking cows
14. Taking milk to market

Handicrafts

15. Making baskets, mats, nets, holders to hang pots, pottery
16. Embroidery
17. Making clothes
18. Mending clothes

Housework

19. Cleaning the home (sweeping, washing the floors, dusting, putting things away)
20. Cleaning around the home
21. Tending mud floors
22. Making beds, hanging and taking down mosquito nets
23. Washing dishes (3-4 times/day)
24. Hand-washing clothes; hanging clothes out to dry
25. Ironing, folding, and putting clothes away
26. Preparing food for cooking: cleaning rice, preparing and washing vegetables, grinding spices, cleaning fish, etc.*
27. Cooking, making bread (3-4 times/day)
28. Tending to and lighting lamps
29. Collecting firewood or other materials for fuel
30. Making fuel from cow dung
31. Carrying water
32. Supervising household help
33. Helping with family business, piecemeal work
34. Preparing various foods for sale (puffed rice, pounded rice, etc.)

Caring for family members

35. Caring for children (bathing, dressing, tending, feeding, putting to bed, etc.)
36. Caring for the sick
37. Caring for husband
38. Teaching children, helping with homework
39. Taking children to and from school
40. Feeding, looking after guests
41. Paying bills
42. Shopping for food
43. Shopping for clothes and other household items
44. Managing the household (organizing activities and expenses)
45. Taking the ill to the doctor

Leisure time activities

1. Gossiping
2. Watching TV
3. Listening to the radio
4. Visiting friends or family
5. Resting
6. Taking care of children
7. Sewing
8. Finishing unfinished work

* These activities are very labor-intensive. Cleaning the rice involves sifting it for small stones, then washing it. Many green leafy vegetables require painstakingly peeling strings off the stalks and pulling off the leaves, sorting through for leaves that are spoiled. Chickens and fish generally begin in the whole state; chickens must be killed, plucked, etc., and fish must be scaled. All spices are ground in the home, and everyday this involves cleaning and smashing garlic and ginger as well as grinding spices with a mortar and pestle or a board and sort of rolling pin.

9. Personal tasks: bathing, dressing, personal care, praying, study, self-development
10. Attending community events (weddings, funerals, etc.), participating in community activities (microcredit groups, other women's groups, etc.)

Tasks of maids

1. Washing clothes
2. Washing dishes
3. Cleaning the home
4. Helping with food preparation and cooking
5. Cleaning around the house
6. Feeding children
7. Taking children to and from school
8. Tending to children
9. Collecting fuel

Appendix 3: Questionnaires

In-depth interviews checklist

Women

- Does anyone help you with your housework?
  - Who helps you?
  - Do you pay that person?
  - How much do you pay that person, and for what tasks?
  - What kinds of work does the person do? (List)
- What work do you do in the home? (List)
- Do you have any free time?
  - What do you do in your free time? (List)
- Does your husband help you with your work?
  - If so, what tasks does he help you with?
- Is there an economic value to the work you do for the family?
  - If yes, why? If no, why not?
- Do you and your husband discuss decisions? Give an example of a decision made jointly.
- How is it possible to measure the economic contribution you make to the family?

Men

- Does anyone help your wife with the housework?
  - Who helps?
  - Do you pay that person?
  - How much do you pay that person, and for what tasks?
  - What kinds of work does the person do? (List)
- What work does your wife do in the home? (List)
- Does your wife have any free time?
  - What does your wife do in her free time? (List)
- Do you help your wife with her tasks?
  - With what tasks do you help her?
- Is there an economic value to the work your wife does for the family?
  - If yes, why? If no, why not?
- Do you and your wife discuss decisions? Give an example of a decision made jointly.
- How is it possible to measure the economic contribution your wife makes to the family?

Survey form

Questionnaire for married women

Village: Ward: Union: Sub-district: District:
Researcher's name:
Date:
Basic information

a. Age:
b. Monthly income:
c. Husband's age:
d. Husband's monthly income:
e. Profession:

- Level of education: Illiterate, can only write name, can read and write, class 1-5, class 6-8, class 9-SSC, HSC, higher education, other
- Marital status: Married Widowed Separated Single
- Number of family members:
- Number of people earning an income:
- Number of dependents:
- Who is the head of the household?
- What is the profession of the head of the household?
- Is your house owned/rented/other?

Information on women's work
What work do you do in the family?

	What activities	How many minutes/hours	Economic value
Morning			
Noon			
Afternoon			
Evening/night			

- Do you have any free time? Yes/No
  - If yes, what do you do in your free time?
- What does your husband do in his free time?
- Is the work you do in the household important? Yes/No
  - Why/why not?
- How could one estimate the economic value of the work you do?
- Does anyone help you with your housework? Yes/No
  - If so, who? (maid, sister-in-law, mother-in-law, daughter, other)
- Does your husband help you with your work? Yes/No
  - If yes, with what work? (List)
- Do you and your husband discuss important decisions? Yes/No
  - If yes, give an example: